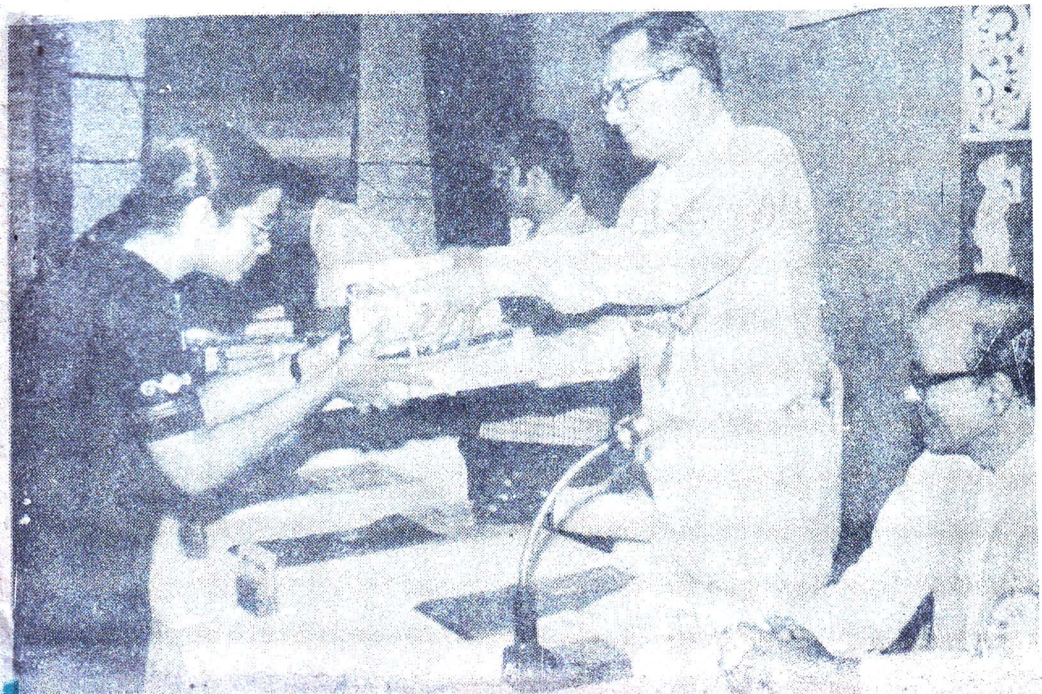


পশ্চিমবঙ্গ

বর্ষ ২০ ।। সংখ্যা ২০ ।। ২৮ নভেম্বর ১৯৮৬
১১ অগ্রহায়ণ ১৩৯৩



নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ ৮৬





পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

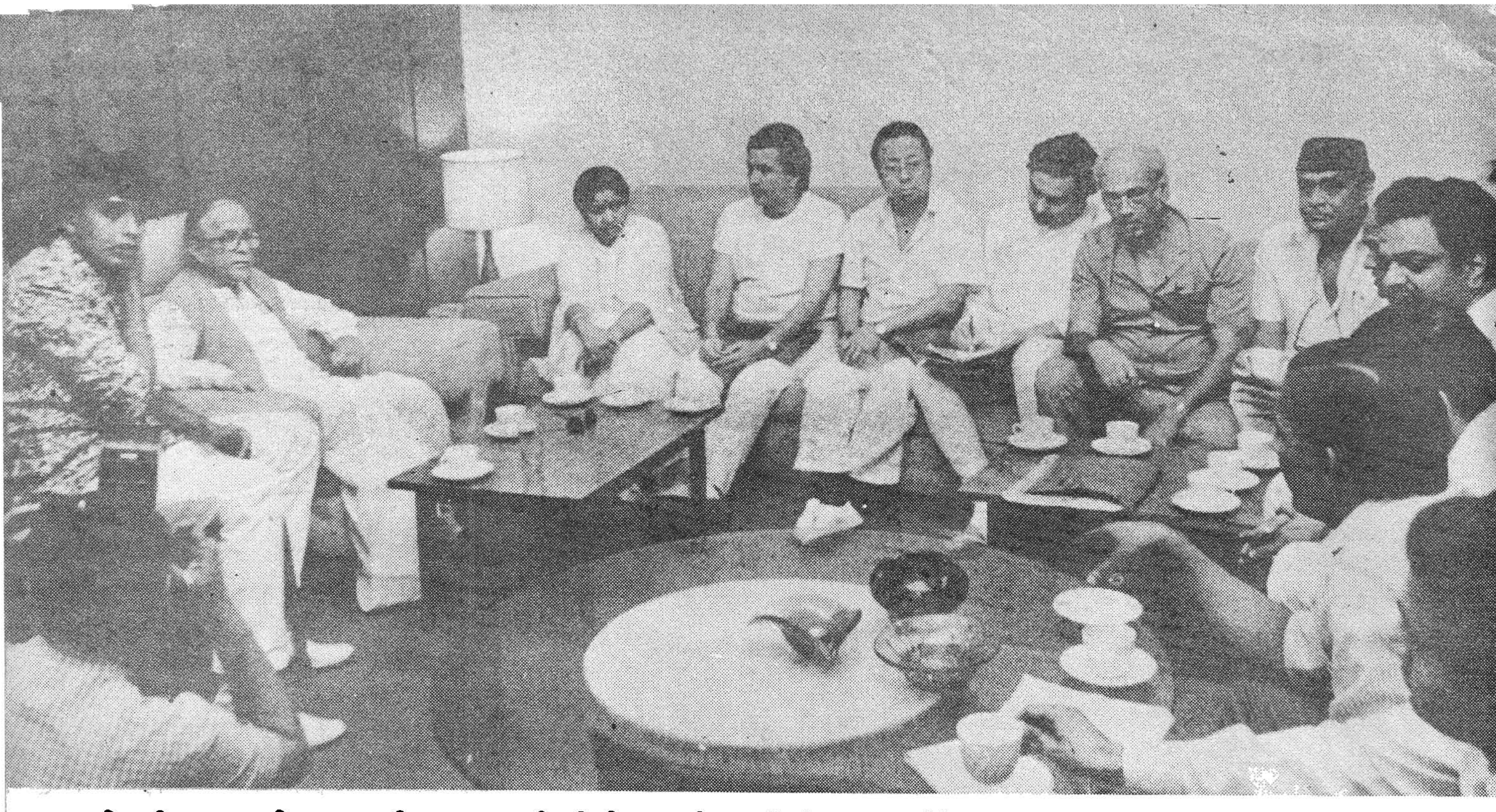
স্ক্যান ঃ ইলা কুণ্ডু

এডিট ঃ সুজিত কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com



আগামী ২৮ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর বন্যাত্রাণ তহবিল এবং দুঃস্থ চলচ্চিত্র শিল্পী, কলাকুশলীদের তহবিল উন্নয়নার্থে যে বিচিত্রানুষ্ঠান হবে তার প্রাথমিক আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন মিঠুন চক্রবর্তী, আশা ভোঁসলে, রাজেশ খান্না, আর ডি বর্মন, রণধীর কাপুর, ভূপেন হাজারিকা প্রমুখ।

ছবিঃ রতন দাশগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গ

২৮ নভেম্বর ৮৬

গ্রাহক হবার নিয়মাবলী

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
চাঁদা অগ্রিম দিতে হবে। বার্ষিক চাঁদা সডাক ১০ টাকা।
ষাণ্মাসিক সডাক ৫ টাকা।

পাঠকদের প্রতি

পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা প্রসঙ্গে চিঠিপত্র লেখার সময় জবাবের জন্য চিঠির সঙ্গে স্ট্যাম্প ও পোস্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনবোধে সব পত্রের উত্তর দেওয়া হয় এবং সরকারি চিঠিপত্রে সার্ভিস ডাকটিকিটই কেবল ব্যবহার করা চলে।

প্রধান সম্পাদক
প্রীতীন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
সম্পাদকঃ ধীরেন্দ্র দত্ত

বিষয়সূচি

প্রচ্ছদঃ
সমবায় সপ্তাহ '৮৬ উদযাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী শ্রীবিনয় চৌধুরী ও সমবায় সপ্তাহ-র অন্যান্য অনুষ্ঠান
আলোকচিত্রঃ অরিজিৎ ভট্টাচার্য
অলংকরণঃ সমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ভ্রম সংশোধন

২১ নভেম্বরের 'পশ্চিমবঙ্গ'-এর 'কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বন্যা পরিস্থিতি' শীর্ষক প্রতিবেদনে সর্বশেষ কলমের শেষ লাইন অকেজো হয়ে গেছে'-র পরে পড়তে হবে মাঝের কলমের জলের পাইপ ভেঙে গেছে স্তবকটি। অনিচ্ছাকৃত উক্ত ভুলের জন্য দুঃখিত

সম্পাদক
পশ্চিমবঙ্গ

সম্পাদকীয় দপ্তরঃ
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মহাকরণ
কলিকাতা-৭০০০০১

মনি অর্ডারে টাকা পাঠাবার ঠিকানাঃ
তথ্য অধিকর্তা
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
২৩ আর এন মুখার্জী রোড
কলিকাতা-৭০০০০১

প্রতি সংখ্যার দাম ২৫ পয়সা

পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্য সরকারের সাপ্তাহিক মুখপত্র

বর্ষ ২০ ।। সংখ্যা ২০ ।। ২৮ নভেম্বর ১৯৮৬ ।। ১১ অগ্রহায়ণ ১৩৯৩

সমবায়ই বাঁচার একমাত্র পথ

—ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী

গত ১৫ নভেম্বর '৮৬ মৌলালি যুবকেন্দ্রে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজ্যে সমবায় সপ্তাহের সূচনা হয়। সারা ভারত সমবায় সপ্তাহের এটি ছিল প্রথম দিন।

এই অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্বোধন করে রাজ্যের ভূমি ও ভূমি সম্ব্যবহার বিভাগের মন্ত্রী শ্রীবিনয় চৌধুরী তাঁর ভাষণে শোধিত দুর্বল মানুষের বাঁচার লড়াইয়ে সমবায়কে সবচেয়ে বড় প্রেরণা বলে অভিহিত করে বলেন সমবায় একটি আন্দোলন।

এই আন্দোলন নতুন কিছু নয়। উনবিংশ শতকের শেষভাগে এর প্রকাশ হয়েছিল ইওরোপে, সমাজের দুর্বলতর মানুষের জীবিকা রক্ষার তাগিদে। এই শ্রেণীর মানুষ যদি যৌথ আন্দোলনের সামিল না হয় তবে তাদের জীবিকা রক্ষার সম্ভাবনাই বিপন্ন হয়ে পড়ে। এই কারণেই দুর্বল মানুষের মধ্যে সমবায় উজ্জ্বল একটি আশার চিত্র তুলে ধরেছে। শ্রীচৌধুরী বলেন, আমাদের দেশে চাষীরা কাঁচামালের ন্যায্য দাম পাননা, মৎস্যজীবীরা মাছের ন্যায্য দাম পাননা। মহাজনরা অভাবের সুযোগ নিয়ে কম দামে এদের কাছ থেকে জিনিষ কিনে চড়া দামে তা বিক্রি করে। এর ফলে একদিকে গরীব উৎপাদক যেমন ন্যায্য মূল্য পাননা অপরদিকে সাধারণ মানুষও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির শিকারে পরিণত হয়। তাই এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতা সমবায় আন্দোলনের প্রসার ঘটানো একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।

ভূমি ও ভূমি রাজস্বমন্ত্রী শ্রীবিনয় চৌধুরী বলেন, সমবায় আন্দোলন প্রধানত কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে—যারা মুনাফা লুটছে, শোষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে। পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আন্দোলনের সাফল্যের বিষয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে তাঁত শিল্পে সমবায় আন্দোলন ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠায় এর সাফল্যই সূচিত হচ্ছে। প্রায় ৪০ ভাগ মানুষ তাঁত শিল্প-সমবায়ের মাধ্যমে তাঁদের রুজি রোজগার অনেকটা নিশ্চিত করতে পেরেছেন। শুধু তাঁত নয়, অন্যান্য পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও সমবায় আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়ে বলেন, সরকারি আর বে-সরকারি এই দুই ক্ষেত্রের পাশাপাশি সমবায়কে তৃতীয় আর্থনীতিক ব্যবস্থা হিসেবে স্বতন্ত্র গুরুত্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা গেলে তবেই এদেশে সমবায় আন্দোলন সফল হবে।

অনুষ্ঠানে রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী শ্রীনীহার বসু বলেন, সমবায় দুর্বল, শোষিত মানুষের আন্দোলনের হাতিয়ার। এই রাজ্যে এই আন্দোলন ক্রমেই অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। সমবায় মন্ত্রী সমবায় সপ্তাহে রাজ্যে এই আন্দোলনের সমস্যা, সাফল্য ও ব্যর্থতার পর্যালোচনা করে নতুন কর্মসূচি গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে ১৯৮৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতী ৩৪ জন ছাত্রছাত্রীকে এবং সমবায় আন্দোলনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতী সংগঠনকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি শ্রীহরিদাস মুখার্জি।

মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

তেত্রিশতম সারা ভারত সমবায় সপ্তাহ আগামী ১৪ থেকে ২০ নভেম্বর, ১৯৮৬ উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আনন্দিত হয়েছি। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে সম বায়ের বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। সমবায় আন্দোলনের তাৎপর্য ও গুরুত্ব ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সমবায় সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

৫ নভেম্বর, ১৯৮৬

(জ্যোতি বসু)

দীর্ঘদিনের পর এখন পশ্চিমবঙ্গে শিল্পে পুনরুজ্জীবন ঘটতে চলেছে

—শ্রীনির্মল বসু

নতুন দিল্লীর প্রগতি ময়দানের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী মন্ডপের উদ্বোধন হল গত ১৪ নভেম্বর ১৯৮৬ তে, ২৫ হাজার বর্গ ফুট এলাকা জুড়ে গড়ে ওঠে এই শিল্পসম্মত প্রদর্শনী মন্ডপটি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীনির্মল বসু এই উপলক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের শিল্প প্রসারের প্রয়াসের কথা উল্লেখ করে বলেন যে দীর্ঘদিনের বন্ধতার পর পশ্চিমবঙ্গে এখন শিল্পে পুনরুজ্জীবন ঘটতে চলেছে এবং গত দশ বছরে এ রাজ্য শিল্পোন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। রাজ্যের গঠনমূলক এবং কার্যকরী শিল্পনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর

প্রসার এবং কর্মদক্ষ শ্রমশক্তির। বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে যোগ দিয়ে যে শিল্প-প্রয়োজনীয় পরিমন্ডল গঠিত হয়েছে তার দ্বারা অধিকাংশ শিল্পোদ্যোগীরা উৎসাহিত হয়ে এগিয়ে আসছেন। নূতন নূতন বিনিয়োগ হচ্ছে, নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বিশেষ করে ইলেকট্রনিক্স শিল্পে বিধান নগরে যে বিনিয়োগ হয়ে চলেছে তা অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিবঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। এই পরিমন্ডলের প্রভাবে যেসব শিল্প-পতিরা পূর্বে এ রাজ্য ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন তাঁদের বেশ কিছু আবার ফিরে আসতে শুরু করেছেন। তাছাড়াও চট শিল্প, চা প্রভৃতি বিদ্যমান শিল্পগুলির সম্প্রসারণ ও আধুনিকী-করণেরও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এক কথায় পশ্চিমবঙ্গে এখন শিল্পোন্নয়নে সুদিন এসেছে।

কেন্দ্র কর্তৃক প্রতিশ্রুত ৬৮৪ কোটি টাকার বিশেষ সাহায্য সম্পর্কে শ্রীবসু বলেন এর থেকে ঠিক কতটা পশ্চিমবঙ্গ সরকার পাবেন তা এখনো স্পষ্ট নয়। যে ভাবে হিসাব দেওয়া হচ্ছে তাতে এর অধিকাংশই রাজ্যের হাতে আসবে না মনে হয়।

শিল্পে এত উন্নতি সত্ত্বেও রাজ্যে শিল্প তত বেশি স্থাপিত হচ্ছে না কেন সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের জবাবে শ্রীবসু বলেন শিল্প স্থাপনের সবটাই রাজ্যের হাতে নয়। শিল্প স্থাপনে অনুমতি দেওয়া, যাকে বলে লেটার অফ ইনটেন্ট বা লাইসেন্স দেওয়া ইত্যাদি সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার কয়েকটা ক্ষেত্রে সম্মতি দিলেও কয়েকটা ক্ষেত্রে এখনো সম্মতি মেলেনি।

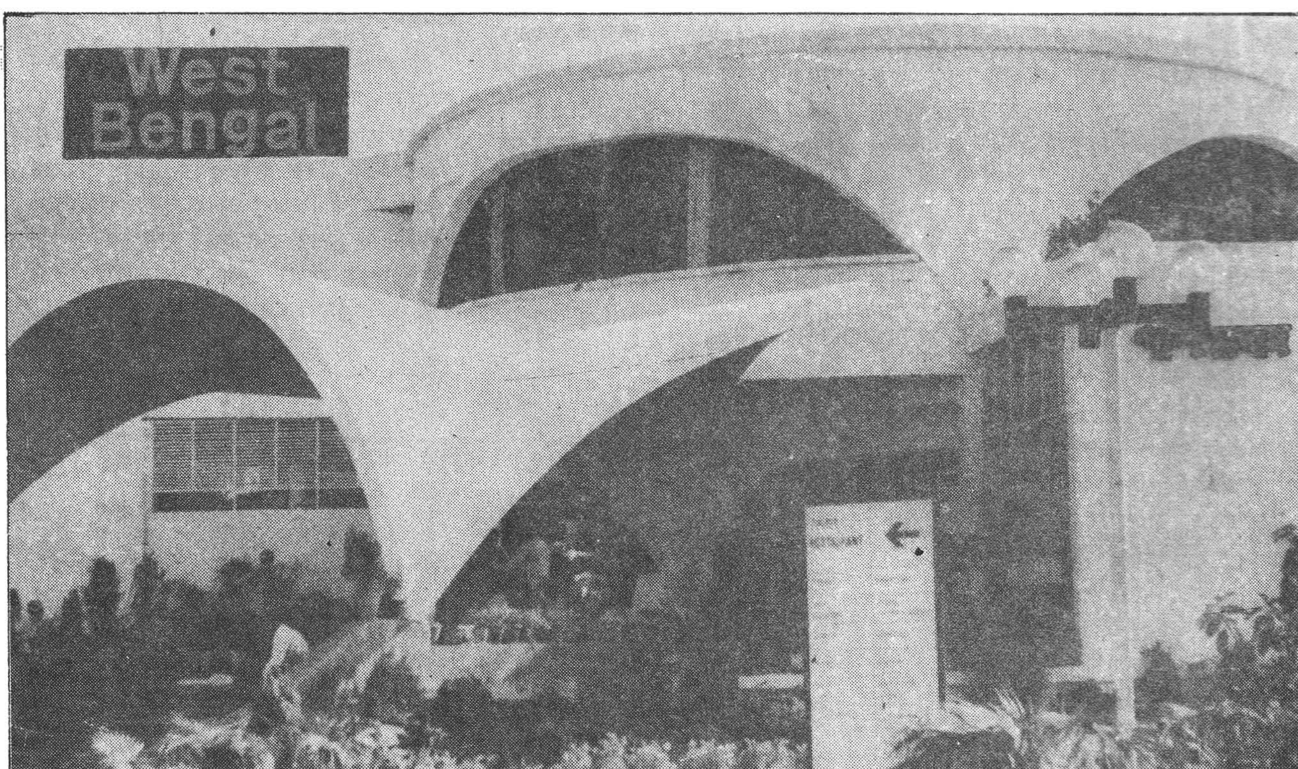
পশ্চিমবঙ্গের মন্ডপ

পশ্চিমবঙ্গের এই নূতন মন্ডপ নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিখ্যাত শিল্পী ও স্থপতি শ্রীরণেন আয়ান দত্তের উপর। শিল্প সম্মত ও আধুনিক নক্সা নৈপুণ্যের এটি একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে থাকবে। মন্ডপটি নির্মাণের ছোট-খাট কিছু কাজ এখনো বাকি আছে, কিন্তু মূল নির্মাণের কাজ শেষ হয়ে গেছে। খিলান ও ছত্র-ছায়ার কলানৈপুণ্যে শুরু থেকে মন্ডপ ছেড়ে বেরিয়ে আসবার সময় পর্যন্ত প্রতিটি দর্শককে এর শিল্পকুশলতা মুগ্ধ করবে। প্রথমে প্রবেশ করেই যে সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠটি দেখা যাবে তার চতুর্দিকে আয়নার ওপর পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-সংস্কৃতি তথা জনমানসের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যাবে। ঠিক মাঝখানে একটি স্বল্প দৈর্ঘের তথ্য চিত্রের মাধ্যমে দেখা যাবে এ রাজ্যের শিল্প সংস্কৃতি কলা ও জনজীবনের এক দৃষ্টিনন্দন প্রতিচ্ছবি।

এর পরে শুরু হবে মন্ডপের বিভিন্ন অংশে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়নের পরিচয়। নিচে বৃহৎ শিল্প ও পর্যটন, দ্বিতলে ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসার ও একেবারে নির্গমন পথের দু পাশে তাঁত শিল্প ও চর্ম শিল্পের বিপণিসমূহ যা প্রতিদিন হাজার হাজার দর্শক টেনে আনে। মন্ডপ ছেড়ে যাবার আগে দেখবেন দিল্লীরই একটি বাঙালী মিষ্টান্নের দোকান।

এ বছর মোট ২১ টি সংস্থা এ প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছেন। এদের মধ্যে আছেন শিল্পোন্নয়ন নিগম, ইলেকট্রনিক্স উন্নয়ন নিগম (ওয়েবেল), পর্যটন অধিকার, চা-শিল্প বিকাশ নিগম, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প অধিকার, তন্তুজ, তন্তুশ্রী, গ্রামীণ, চর্মশিল্প বিকাশ নিগম, উত্তর হাওড়া হোসিয়ারি ওয়ার্কার্স সমবায়, কৃষি বস্ত্র নিগম, নুডিয়া মিলস, বাটা, ডানলপ, হিন্দুস্থান মোটর্স, গ্রামোফোন কোম্পানী, ইন্ডিয়া লিনোলিয়ম, টোপাজ ব্লেড, ইন্ডিয়া টি অ্যাসোসিয়েশন ও অন্নপূর্ণা মিষ্টান্ন ভান্ডার, দিল্লী।

এই আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী এবারে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত খোলা থাকবে।



১৫ নভেম্বর ৮৬ নয়াদিল্লীর প্রগতি ময়দানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় পশ্চিমবঙ্গের নবনির্মিত মন্ডপ।

শিল্প সাহিত্য জগতের সকলকে ঐক্য বিনষ্টকারী শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে — মুখ্যমন্ত্রী

১৬ নভেম্বর ৮৬ শিশিরমঞ্চে গোর্খাল্যান্ডপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির উগ্র সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ আয়োজিত সমাবেশে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বলেন, দেশকে যাঁরা ভালোবাসেন, জনগণের ঐক্যকে যাঁরা ভালবাসেন, দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় তাঁদের সকলের এগিয়ে আসা কর্তব্য। দেশব্যাপী বিচ্ছিন্নতাবাদ-সাম্প্রদায়িকতা ও বিভেদকামীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। শিল্প সাহিত্য জগতের সবাইকে তাঁদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দ্বিধাহীন ভাবে ঐক্য বিনষ্টকারী শক্তির বিরুদ্ধে নিয়োজিত করতে হবে, গোর্খাল্যান্ড বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে এবং তাদের সঙ্গে যারা আপস করছে, তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।

শ্রী জোতি বসু গোর্খাল্যান্ড বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের গোটা পরিপ্রেক্ষিত ব্যাখ্যা করে বলেন, সুভাষ ঘিসিং বলেছেন, ওদের কোনও আর্থিক দাবি নেই। ওদের লড়াই, মাটির জন্য লড়াই-গোর্খাল্যান্ড তৈরি, নাম হল গোর্খাজাতীয় মুক্তিফ্রন্ট। কোত্থেকে কিসের মুক্তি চাইছেন জানিনা। কেন্দ্রের কোন কোন মন্ত্রী বলার চেষ্টা করেছেন যে অর্থনৈতিক উন্নতি পার্বত্য এলাকায় হয়নি বলে এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন জেগে উঠেছে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং সুন্দরবনে কি পশ্চাদপদতা কেটেছে? সারা দেশেই তো অর্ধেক মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করেন। আর্থিক অসুবিধাই যদি একমাত্র বিচ্ছিন্নতাবাদ ছড়িয়ে পড়ার কারণ হবে তাহলে পাঞ্জাবে তো মাথাপিছু আয় দেশের মধ্যে সর্বাধিক। সেখানে কেন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। আর্থিক উন্নয়নও দার্জিলিঙে হয়নি, তাও অসত্য কথা, দীর্ঘকাল যা হয়নি, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তা হয়েছে।

এটা গোটা দেশের স্বার্থের বিষয়, দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের বক্তব্যগুলি এবং ওদের অপপ্রচারের জবাবগুলি জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে শিল্পী সাহিত্যিক লেখকদেরও এগিয়ে আসা দরকার— ঐক্য ও সংহতির স্বার্থেই এটা অপরিহার্য।

বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান শ্রীসরোজ মুখার্জি বলেন, মানবিকতাবোধই শিল্পসৃষ্টির প্রধান উৎস। মানুষ ও সমাজকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়াই সৃষ্টির প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। দেখা গেছে যখন কোন প্রলয়ংকরী কান্ড বা সংকট দেখা দেয়, তখনই জোয়ার আসে শিল্পসৃষ্টিতে আর তখনই হয় প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার লড়াই—এ লড়াই সবচেয়ে তীব্র। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনে, ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে বার বার তা আমরা দেখেছি, আজ চার মাস ধরে দার্জিলিঙের পার্বত্য এলাকায় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হিংসাশ্রয়ী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক নেপালী ভাষাভাষীরাও মরনপণ লড়াই করছে-এটা আমাদের অত্যন্ত গর্বের বিষয়, এ লড়াই জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষার লড়াই।

দার্জিলিং থেকে আগত গৌতম বিকাশ দার্জিলিঙে সাম্প্রতিক অবস্থা ও গোর্খাপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদ কিরকম ভয়াবহ সংকট সৃষ্টি করেছে তার বিবরণ দেন এবং এতদ্বিষয়ক একটি আবেদনস্পর্শী কবিতা পাঠ করে শোনান।

———



শিশিরমঞ্চে গোর্খাল্যান্ডপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ আয়োজিত সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু

গণতান্ত্রিক সমাজে ন্যায় বিচারের প্রয়োজনে

কলকাতায় পুলিস-বিজ্ঞান কংগ্রেস

গত ১৯ নভেম্বর, ১৯৮৬ গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে অনুষ্ঠিত পুলিস বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধনী ভাষণ নিচে দেওয়া হলঃ

আমি জানি যে পুলিস বিজ্ঞান কংগ্রেস এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে সিনিয়র পুলিস অফিসারগণ, বিজ্ঞানিগণ এবং শিক্ষাবিদগণ প্রতি বছরই পুলিস সংগঠন ও প্রশাসন বিষয়ক সমস্যাদি, অপরাধবিদ্যা ও অপরাধ সংক্রান্ত আইন, পুলিসের কাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ, পুলিস ও জনসাধারণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনার সুযোগ পেয়ে থাকেন। স্বাধীনতা লাভের পর ভারত ব্রিটিশ আমলের উপনিবেশবাদী পুলিসী কাঠামো পুরোপুরি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে। এটা দুঃশ্চিন্তার বিষয় যে, জনসাধারণ এই ব্যাপারে যে পরিবর্তন প্রত্যাশা করে এসেছেন তা তাঁরা বড় একটা দেখতে পাচ্ছেন না। লক্ষ্য হওয়া উচিত যাতে ক্রমাগত প্রয়াসের মধ্য দিয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন গঠিত হয়। পুলিসের কাজ যেমন নানাবিধ তেমনই তা জটিল। স্বাধীন দেশের প্রয়োজনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়াই পুলিস সংগঠনের সচেতন প্রচেষ্টা হওয়া উচিত। একটি গণতান্ত্রিক সমাজের চাহিদা, সামাজিক ন্যায় বিচারের প্রয়োজন এবং জনগণের ন্যায্য প্রত্যাশার জন্য যা কিছু প্রয়োজন পুলিসসমাজকে সেভাবেই শিক্ষিত হয়ে উঠতে হবে। আমি বুঝি যে এসবই শাসক দল ও সরকারগুলির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও লক্ষ্যের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। ভারতে সমাজব্যবস্থা এখনও পুঁজিবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক। এখানকার বেশ কিছু সরকারের উপরই কায়েমী স্বার্থের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। পুলিস এই সমস্ত শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হবেই। ঠিক এমনিভাবেই ভারতের বহু অংশে যখন সাম্প্রদায়িক, জাতিগত ও নানান সংকীর্ণ ব্যবধান মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, পুলিস বাহিনীর পক্ষেও তখন সেইসব অশুভ প্রভাব থেকে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বাঁচানো অবশ্যই কঠিন। কিন্তু পুলিসের পোশাক যাঁরা পরেছেন তাঁদের এসব প্রভাব থেকে ঊর্ধ্বে উঠতেই হবে এবং এব্যাপারে পুলিসকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সরকারের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উপরন্তু, বিপুল বেকারত্ব ও দারিদ্র্য, ব্যাপক কালোবাজারি ও অর্থনৈতিক অপরাধ বিশেষত সমাজের উঁচু তলায় যে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তার ফলে পুলিসের সমস্যাই বেড়ে গেছে। নারীর বিরুদ্ধে অপরাধ এবং তফসিলী সম্প্রদায় ও আদিবাসীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ তাঁদের কাজের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা জুড়ে দিয়েছে। দুর্নীতি যদি সমাজকে গ্রাস করে, বিশেষ করে উঁচু মহলকে, তাহলে পুলিসও তার থেকে দূরে সরে থাকতে পারে না, আর পুলিসেরও কার্যকারিতা তাতে অনেকটাই হারিয়ে যায়। লোকে তাই বলে, নুনের স্বাদ হারিয়ে গেলে নুন মেখে আর কী হবে! কিন্তু এরকম একটি জটিল পরিস্থিতিতেও আমাদের হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। আমাদের সর্বদাই স্বাধীনতার নতুন পরিস্থিতিতে পুলিসকে নতুনভাবে শিক্ষিত করে তুলতে হবে এবং একটি সুশৃঙ্খল ও কার্যকর বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। এছাড়া তাদের জন্য গণতান্ত্রিক অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে ও পুলিসকর্মী এবং পরিবারের কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় যা-কিছু সবই করতে হবে।

পুলিসবাহিনী যাতে জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ রেখে চলে এবং ধর্মনিরপেক্ষতা ও অপরাধ দমনের মাধ্যমে জনসেবা সম্পর্কে যাতে বাহিনীর মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলা ও অটুট রাখা যায় তার জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস অত্যন্ত জরুরী। পুলিসকর্মীদের অপরাধীদের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া এবং বিশেষ করে বঞ্চিত শ্রেণীগুলির সহায়তায় এগিয়ে আসা উচিত। আমাদের রাজ্যে আমরা এই চেষ্টাই করে চলেছি। পুলিসবাহিনীর সংগঠন করার গণতান্ত্রিক অধিকারকে স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই বিষয়টিও স্পষ্টভাবে রেখেছি যে কঠোর শৃঙ্খলা ব্যতীত বাহিনীর একতা রক্ষা করা সম্ভব নয়। কিন্তু কীভাবে এটা কার্যকর করতে হবে? শাস্তির ভয় দেখিয়ে এটা করা যায়। তবে আরেকটি পন্থা আছে যেটা আজকের আধুনিক সমাজের বেশি উপযোগী। সেটি হল বাহিনীর সর্বোচ্চ থেকে কনিষ্ঠ, সর্বস্তরের কর্মচারীদের একটা অংশগ্রহণের মানসিকতা ধীরে ধীরে জাগিয়ে তোলা এবং সমস্ত ন্যায়সঙ্গত অভিযোগ ও ক্ষোভগুলো যৌথ সংগঠনের মাধ্যমে তুলে ধরার সুযোগ দেওয়া। বিভিন্ন স্তরে যৌথ উপদেষ্টা সমিতিগুলি গড়ে তোলার মাধ্যমে আমরা এ রাজ্যে এ বিষয়ে কিছুটা সফল হয়েছি।

দুর্ভাগ্যবশতঃ আজও আমাদের দেশে অপরাধ উদ্ঘাটনের ব্যাপারে পুলিসবাহিনী (অপরাধ উদ্ঘাটন ও দমনের) আইন-বহির্ভূত পন্থাগুলির উপরই বেশি নির্ভর করে থাকে। এটা কোন সভ্য সমাজের রীতি নয়। সুতরাং তদন্তের জন্য সর্বাধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। তদন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক হওয়া উচিত। বিজ্ঞানের প্রয়োগ বলতে কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল ব্যবহারই বোঝায় না, সাক্ষ্য-প্রমাণাদির মূল্য নিরূপণে/গুরুত্বনির্ধারণে, তথ্য বিশ্লেষণে এবং সঠিক অনুমিতির প্রক্রিয়ায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুশীলনকেও বোঝায়।

আমরা এই রাজ্যে নিবর্তনমূলক আটক আইন ব্যবহারের বিপক্ষে, কারণ আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি পুলিস বেশি মাত্রায় এই আইনগুলির আশ্রয় নিলে তদন্তের বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক কৌশলের দিকটির ক্ষতি অবধারিত, আইনের সাধারণ প্রক্রিয়াও বিপর্যস্ত হয়।

আমার মনে হয়, আপনাদেরও উচিত অপরাধ আইনের প্রচলিত সারসংক্ষেপ পরীক্ষা করা ও খতিয়ে দেখা এবং উন্নয়ন, সংশোধন ও নতুন আইনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সুপারিশ করা। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে বিভিন্ন নতুন ধরনের অপরাধ সংগঠিত হয় যেগুলিকে প্রচলিত আইনের সাহায্যে মোকাবিলা করা সবসময় সম্ভব নয়। যেমন অর্থনৈতিক অপরাধগুলোর কথা ধরা যাক। বিগত দুটি দশকে এই ধরনের অপরাধের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে আমাদের গোটা অর্থনৈতিক ভিত্তিকে তা কাঁপিয়ে দিয়েছে। এইসব সমস্যার সফল মোকাবিলার জন্য আপনাদের নতুন নতুন আইন ও পদ্ধতির সাহায্য নিতে হবে; কিন্তু তার চেয়েও জরুরী বিষয়টি হল এই সমস্ত ব্যাপারে পুলিস অফিসারদের দক্ষ হয়ে ওঠা, যেগুলি এতদিন তাদের প্রশিক্ষণের আওতা-বহির্ভূত ছিল।

পুলিসের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক নিয়ে গত ক বছর ধরেই বিতর্ক চলছে। পুলিস সরকারের নির্বহণ সংস্থা বলে তাদের এমন সব কাজ করতে হয় সব সময়ে সব শ্রেণীর মানুষের কাছে যেগুলি প্রীতিপ্রদ নয়। তৎসত্ত্বেও পুলিসের চেহারা পরিচ্ছন্ন ও জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে, যদি মানুষ বোঝে যে পুলিস সততার সঙ্গে স্বকর্তব্য সম্পাদন করছে এবং দুর্গত মানুষের

চাহিদার প্রতি তারা সহানুভূতিশীল। মাঝেমাঝেই লোকে থানায় এমন সব অভিযোগ নিয়ে আসে যেগুলি সম্পর্কে হয়ত খুব বেশি কিছু করা সম্ভব হয় না। তাহলেও পুলিস যদি তাদের অভিযোগ সহানুভূতির সঙ্গে মনোযোগ দিয়ে শোনে, অভিযোগকারীদের সঙ্গে ভদ্রভাবে আচরণ করে এবং অভিযোগগুলি যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করে, সন্দেহ তাহলে দূর হয় এবং তিক্ততা এড়ান যায়।

আমাদের অভিজ্ঞতায় এও দেখা গেছে যে বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি বিপর্যয়ের সময়ে এবং উৎসবের সময়ে যখন বিপুল সংখ্যক মানুষ সমবেত হন তখন পুলিস যদি মানুষের সাহায্যে এসে দাঁড়ায় তবে তাদের সম্মান বাড়ে, লোকে তাদের মেনে নেয়। এখানে আমি একটা সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে চাই। প্রায়শই বিপর্যয় বলতে খালি সমাজের ধনী, বাকপটু ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দুর্গতির কথাই বোঝান হয়, বিপুল সংখ্যক দরিদ্র, নিরক্ষর ও সুযোগসুবিধাবঞ্চিত মানুষের বিপদের কথা হিসেবের মধ্যে ধরাই হয় না। এই বিপুল সংখ্যক মানুষের প্রয়োজনে পুলিস বাহিনী কিভাবে সাড়া দিতে পারল তাই দিয়েই তাদের যথার্থ পরীক্ষা হবে। সুতরাং আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই যে পুলিসকে যেমন আইন অনুযায়ী কাজ করতে হবে তার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমাজের দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের, যেমন, নারী, শিশু ও দারিদ্র্য সীমার নিচের মানুষদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। সম্প্রতি কালে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিয়ের পণের ব্যাপারে বধূ হত্যা ও নির্যাতনের সংখ্যা যখন বেড়েই চলেছে, তখন পুলিস যে ঐ সব অপরাধ সম্পর্কে উত্তরোত্তর অবহিত হয়ে উঠছে সেটা খুবই সন্তোষজনক ঘটনা। এ ধরনের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাব্রতী সংগঠনগুলির, বিশেষ করে নারী সংগঠনগুলির সাহায্যের গুরুত্ব অনেক।

পরিশেষে এই সুযোগে আমি কতকগুলি প্রবণতা সম্পর্কে আপনাদের সজাগ করে দিতে চাই, গত ক'বছর ধরে আমাদের দেশে এগুলি মাথা চাড়া দিয়েছে। দেশের বিভিন্ন অংশে বিভাজনকামী শক্তিগুলি ইদানীং সক্রিয় এবং বৈদেশিক প্রভাব ও বৈদেশিক অর্থ এই সব আন্দোলনের পেছনে সক্রিয় এরকম সন্দেহের কারণ আছে। আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলিকে, এবং সমগ্র পুলিসকে এ সব বিপজ্জনক ঘটনা সম্পর্কে ইতিবাচক ও বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদের দেশের ঐক্য ও অখন্ডতা রক্ষার সাধারণ লক্ষ্যে কাজ করে যেতে হবে।

আপনাদের প্রতি আমার শুভেচ্ছা জানাই এবং এই আশা করি যে বিভিন্ন বিষয়ে আপনাদের আলোচনার ফলে পুলিস বাহিনীর দক্ষতা বাড়বে এবং জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ দৃঢ়তর হবে।

পুলিসবাহিনীকে শৃঙ্খলাপরায়ণ ও নিরপেক্ষভাবে জনগণের সেবায় কাজ করার আহ্বান

২০তম নিখিল ভারত পুলিশ বিজ্ঞান কংগ্রেসের অন্যতম বক্তা সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীএ. এন রায় পুলিসবাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলা, সংগঠন ও কর্তব্য প্রসঙ্গে নানাদিক আলোচনা করেন। শ্রীরায় দেশের জাতীয় সংহতি রক্ষার্থে সকলকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান। স্বাগত ভাষণে এদিন রাজ্য পুলিশের ডাইরেক্টর-জেনারেল শ্রীরমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য পুলিশ কংগ্রেসের সার্থকতার প্রসঙ্গে বলেন যে এটি হচ্ছে এমন একটি মঞ্চ যেখানে দেশের বিভিন্ন প্রদেশের পুলিশবাহিনী তাঁদের সমস্যা, ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। এই আলোচনার মাধ্যমেই পুলিশের জনসম্পর্ক ও জনসংযোগ, অপরাধ বিজ্ঞান, অপরাধতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে বর্তমানে যে সব সমস্যাদি রয়েছে তার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব বলে শ্রীভট্টাচার্য মনে করেন। পুলিশের কাজকর্ম আরো সহজ, তাড়াতাড়ি ও সুদক্ষভাবে করার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে যেসব নতুন দিক খুলে গেছে পুলিশবাহিনীকে সম্পূর্ণ সজাগ থেকে ঐ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানের মূল বক্তা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনস্থ ব্যুরো অব পুলিশ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট এর অধিকর্তা শ্রী টি. এ সুব্রহ্মনিয়াম তাঁর ভাষণে বলেন যে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান না হলে সমাজবিরোধী ও অপরাধীদের পুরোপুরি দমন করা পুলিশের পক্ষে সহজ হবে না।

সমাগত প্রতিনিধি ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার শ্রীবিকাশ কলি বসু।

২০-তম নিখিল ভারত পুলিশ বিজ্ঞান কংগ্রেস উপলক্ষে কলকাতার শিশির মঞ্চে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন এদেশের নৃত্যগীত ও সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী রুমা গুহঠাকুরতা ও তাঁর ক্যালকাটা ইয়্যুথ কয়ারের শিল্পীবৃন্দ।

এরপর পরপর দু'দিন লবণহ্রদে অবস্থিত রাজ্য পুলিশের কম্পিউটার সেলের কার্যালয়ে সমবেত প্রতিনিধিবৃন্দ একটি সেমিনারে যোগদান করেন। এখানে পুলিশবাহিনীর সংগঠন, অপরাধ, তদন্তকার্য ও তদন্তবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে মোট ২৫টি নিবন্ধ পাঠ করা হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বিভিন্ন রাজ্যের একাধিক ডাইরেক্টর-জেনারেল অব পুলিশ সহ প্রায় ৬৪ জন পদস্থ পুলিশ অফিসার এই বিজ্ঞান কংগ্রেসে যোগদান করেন।

গত ২২ নভেম্বর কলকাতার গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলের দরবার হলে ২০-তম নিখিল ভারত পুলিশ বিজ্ঞান কংগ্রেসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন রাজ্যপাল অধ্যাপক এস. নুরুল হাসান। শ্রীহাসান তাঁর ভাষণে বলেন যে, স্বাধীনতার পর থেকে এদেশের পুলিশবাহিনীর ভূমিকার মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন এসেছে। পরাধীন ভারতবর্ষে আগে পুলিশের কাজ ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের হাত থেকে 'বৃটিশরাজ'কে রক্ষা করা, কিন্তু এখন অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন এসেছে।

রাজ্যপাল পুলিশবাহিনীকে দেশের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন যে বাইরের থেকে মদত পেয়ে দেশের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে যা দেশের কাছে একটা ভয়ানক বিপদস্বরূপ। পুলিশবাহিনীকে সবসময় তৎপর থাকতে হবে যাতে এইসব 'দুষ্টশক্তি'র করাল ছায়া থেকে দেশকে রক্ষা করা যায়। পুলিশবাহিনীর মহান দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিষয়ে বলতে গিয়ে রাজ্যপাল মন্তব্য করেন যে পুলিশ হচ্ছে জনগণ ও আইন-শৃঙ্খলার রক্ষক। সমাজের কোন শ্রেণীই যেন কখনো না মনে করেন যে তাঁরা শোষিত হচ্ছেন। পুলিশকে সবসময় আইনের শাসন রক্ষার জন্য রাজ্যপাল আহ্বান জানান।

পুলিশবাহিনীকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করার পরামর্শ দিয়ে রাজ্যপাল অধ্যাপক এস. নুরুল হাসান বলেন যে গণতান্ত্রিক কাঠামোতে একদল বা আরেকদল সরকার গঠন করে থাকেন, কিন্তু পুলিশকে সবসময় দল-নিরপেক্ষভাবে থাকতে হবে।

• শেষাংশ ৪২৩ পৃষ্ঠায়

বিচ্ছিন্নতাবাদ মেনে নেওয়া 'যে-কোন ভারতীয়ের পক্ষে আত্মঘাতের সমান ঃ – সত্যজিৎ রায়

১৬ নভেম্বর ৮৬ পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পীসংঘ আয়োজিত গোর্খাল্যান্ড পন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে সমাবেশে প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার শ্রীসত্যজিত রায় আমন্ত্রিত হয়েছিলেন কিন্তু অনিবার্য কারণে উপস্থিত থাকতে না পারায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর কাছে একটি বার্তা পাঠান। তার পূর্ণ বয়ান নীচে দেওয়া হল ঃ-

ভারতের অখন্ডতা ও জাতীয় সংহতি বিপন্ন হয় এমন কোন ঘটনা বা আন্দোলনকে স্বীকার করা একজন ভারতীয়ের পক্ষে আত্মঘাতের সমান। কোনো বিশেষ অঞ্চল বা সম্প্রদায়ের বহুবিধ সমস্যা আছে, এবং সেই সমস্যা সারা দেশেরই সমস্যা–তা অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক যে কোন ধরনের সমস্যাই হোক না কেন। তা জাতীয় সংহতিকে বিপন্ন করে সমাধান করতে গেলে সে আন্দোলন বিচ্ছিন্নতাবাদী হয়ে পড়তে বাধ্য। তা কখনই কাম্য হতে পারে না।

আজ পশ্চিমবঙ্গে দার্জিলিঙের পার্বত্য এলাকায় যে অস্থিরতা উন্মত্ত হিংসার রূপ পেয়েছে তা আমাদের সমগ্র রাজ্যে তো বটেই, গোটা জাতীয় জীবনেই এক বিপজ্জনক, পরিস্থিতি ডেকে এনেছে। যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এতকাল এই অঞ্চলে বজায় ছিল তা সহসা বিঘ্নিত হয়েছে। এতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতো আন্দোলনকারী সম্প্রদায়েরও অপূরণীয় ক্ষতি হতে বাধ্য।

এই পরিপ্রেক্ষিতে যে কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি এটা চাইতে পারেন যে দেশের রাজনৈতিক দলগুলি একযোগে একটি ইতিমূলক কর্তব্য নির্ধারণ করুন। এই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার এই আন্দোলনকে প্রকৃত দায়িত্ববোধের সঙ্গে সমাধান করার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন এই আশাই করবো।

বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিসংস্কার নীতি

–শ্রীশৈলেন সরকার

পুরাতন মালদা ব্লকে বামফ্রন্ট সরকারের নবম বর্ষ পূর্তি উৎসবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নগর ও পৌর উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রী শৈলেন সরকার ৯ নভেম্বর'৮৬ পুরাতন মালদার ওসমানিয়া হাই মাদ্রাসায় শুভ উদ্বোধন করেন এবং বলেন যে, বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিসংস্কার নীতিগুলি রচিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে এবং এই গুলি এই সরকারের শাসনকালে বাস্তবায়িত হয়েছে। শ্রী সরকার আরও বলেন যে, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কৃষক ও শ্রমিক এবং সকল শ্রেণীর মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের মহানন্দা শাখা।

সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রী রাধা রমন সরকার বলেন যে, বামফ্রন্ট সরকারের ভূমি সংস্কার নীতি বাস্তব রূপায়ণের জন্য পঞ্চায়েত অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। পুরাতন মালদা পৌরসভার কমিশনার শ্রী প্রবীর লাহিড়ী দেশে যে উগ্র বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তার বিরুদ্ধে সজাগ থাকতে আহ্বান জানান।

কৃষকনেতা ও ওসমানিয়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীএম, সামাউন বলেন যে, সংগ্রাম ও আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে কৃষক, শ্রমিক ও জনগণ এই বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতায় এনেছে এবং এই বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্যের মধ্যে দিয়ে জনগণের জয়যাত্রা সূচিত হয়েছে।

জেলা তথ্য আধিকারিক স্বাগত ভাষণে বামফ্রন্ট সরকারের নয় বছরের সাফল্যের কথা উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পুরাতন মালদা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রী প্রবোধ শুকুল।

পুরাতন মালদার জি, কে হাই স্কুলে এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এক প্রবন্ধ ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারিদের যথাক্রমে ১৫০,১২৫,১০০ টাকা (নগদ) পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রী শৈলেন সরকার।

'জনকল্যাণে বামফ্রন্ট সরকার' এবং জেলার, পুরাতন মালদা ব্লকের এবং পৌরসভার উন্নয়নমুখী কর্মসাফল্য এক প্রদর্শনীর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। সন্ধ্যায় জেলা তথ্য দপ্তর কর্তৃক 'ভোরের আলো' শিক্ষামূলক ছায়াচিত্রটি প্রদর্শিত হয়।

দ্বিতীয় দিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রী সুনীল মজুমদার। এদিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন বাচামারি জি, কে, হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রী বিনয় ঘোষ।

শ্রী সুনীল মজুমদার তাঁর বক্তব্যে প্রথমেই বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হয়েছে শুধু প্রতিশ্রুতিবদ্ধই হয়ে নয়, যা তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে করা সম্ভব তার প্রতিশ্রুত নীতিগুলির অধিকাংশই বাস্তবায়িত করেছে।' ৭৭ সালে এই সরকার ক্ষমতাসীন হবার মধ্যে মানুষদের মনে যে আশা জেগেছিল' ৭৮ সালে পঞ্চায়েতের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এই প্রত্যাশা আরও জাগরূক হয়েছে। ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষী ও বর্গাদারদের স্বার্থ সংরক্ষিত করার প্রচেষ্টা নিয়েছে এই সরকার বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে রাজ্যের এই শান্তি বিনষ্ট করতে এবং রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করে এই রাজ্যকে খন্ড খন্ড করতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানো হচ্ছে এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি প্রভাবিত বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি শান্তির পরিবেশকে বিনষ্ট করে অগ্নিগর্ভ করে তুলতে চাইছে। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন যে বামফ্রন্ট সরকার শেষবিন্দু রক্ত দিয়ে পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে লড়াই করে যাবে। 'শিক্ষানীতি' বিষয় অবলম্বন করে সাহাপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রী জিতেন বসাক বলেন যে শিক্ষা মানুষকে আলোকিত করে, কিন্তু এই শিক্ষা অতীতে মুষ্টিমেয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু এই সরকার শিক্ষাকে সঠিক রূপ দিতে সকলের কাছে শিক্ষা পৌঁছে দিতে এক অনন্যসাধারণ ভূমিকা নিয়েছে এবং এর ফলে গণজাগরণ এসেছে।

শিক্ষানীতির উপর আলোচনায় এদিনের মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলার পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সম্পাদক শ্রী সুনীল সেন। তিনি তাঁর আলোচনার প্রারম্ভেই বলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ৩৮ বছর পার হয়ে যাবার পরও সার্বজনীন শিক্ষা তো দূরের কথা শতকরা ১ ভাগ লোককেও শিক্ষিত করে তোলা সম্ভব হয়নি। ইংরেজ শাসনাধীন মুষ্টিমেয়ের বাইরে অল্প কিছু উপচে পড়া মানুষকে শিক্ষিত করার ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে শিক্ষাকে সার্বজনীন রূপ দেবার নীতিতে এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। তার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যাখ্যা করেন যেমনঃ প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চস্তরের শিক্ষা, ছাত্রছাত্রীদের দ্বাদশশ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা দান, অনুন্নত ও আদিবাসীদের জন্য বিশেষ ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদান, জলখাবার বিতরণ, সাঁওতালীদের জন্য অলচিকী হরফ প্রবর্তন, মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা, লোকসংস্কৃতি ও সংস্কৃতির সঙ্গে শিক্ষাগত সাযুজ্য বিধান, ক্রীড়াব্যবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি।

অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রী বিনয় ঘোষ তার ভাষণে এই সরকারের আমলে শিক্ষাবিষয়ে গৃহীত উন্নয়নমূলক বিষয়গুলির উল্লেখ করেন।

সভাশেষে সন্ধ্যায় নিরক্ষরতার অভিশাপ, পাকা ফসলের কড়চা, পূজারিনী ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়।

সরকারি বিজ্ঞপ্তি ও ঘোষণা

কলকাতায় 'বিদ্যালয়ে পরিবেশ শিক্ষা' সংক্রান্ত কর্মশিবির

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল অধ্যাপক নুরুল হাসান কলকাতার গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে ১৯ নভেম্বর ১৯৮৬, 'বিদ্যালয়ে পরিবেশ শিক্ষা' সম্পর্কে একদিনের একটি কর্মশিবিরের উদ্বোধন করেন। ১৯ নভেম্বর, ১৯৮৬ থেকে ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৬-'পরিবেশ মাসে' ঐ বিষয়ের উপর সারাদেশে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে এই শিবিরের অয়োজন করা হয়। অধ্যাপক হাসান ১৯ নভেম্বর, প্রয়াতা ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসাবে এই ওয়ার্কশপকে স্বাগত জানান। অধ্যাপক হাসান আরও বলেন যে শ্রীমতী গান্ধী পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকীকে পরিবেশের বিপদ হিসাবে উল্লেখ করে শিশুদের এই সংকট এবং বিশ্বশান্তির প্রয়োজনীয়তা উভয় সম্পর্কেই সচেতন করে তোলার কথা বলতেন। তিনি আরও বলেন, বিদ্যালয় থেকেই প্রকৃতপক্ষে পরিবেশ দূষণ দূর করার উপায় সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলা যায়।

বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীকান্তি বিশ্বাস সভাপতির ভাষণে বলেন প্রাথমিকস্তর থেকেই শিক্ষার্থীদের পরিবেশ এবং নাগরিক সচেতনতা সম্পর্কে সজাগ করে তোলা উচিত। শিল্প মালিকদের বায়ু ও জল দূষণ রোধ করার ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। রাজ্যসরকারের পক্ষ থেকে তিনি পরিবেশ শিক্ষাকে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার আশ্বাস দেন।

রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষা সচিব শ্রী অশোক বসু তাঁর স্বাগতভাষণে পরিবেশ দূষণে বিপর্যস্ত পরিবেশগত ভারসাম্যের পুনরুদ্ধারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ডঃ মালা আর. চিনয় পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বয়ক, সি.ই.ই. আহ্‌মোদাবাদ ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবে বলেন পরিবেশমাস উদ্‌যাপনকালে সারা ভারতে ৪৫ টি কর্মশিবিরের অয়োজন করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়শিক্ষা অধিকার কেন্দ্রের এনভায়রণমেন্ট এডুকেশন (পরিবেশ শিক্ষা), আহ্‌মোদাবাদের সাথে যৌথভাবে এই শিবির পরিচালনা করেন। ৫১ জন স্কুল ও কলেজশিক্ষক এই শিবিরে অংশ নেন। সিনেমা স্লাইড প্রদর্শনের মাধ্যমে পরিবেশ-সচেতনতা সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

বিশেষ ধান্য উৎপাদন প্রকল্প বিষয়ে আলোচনাচক্র

গত ১০ নভেম্বর'৮৬ নবগ্রাম কৃষি খামারে বিশেষ ধান্য উৎপাদন প্রকল্প বিষয়ে এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণকরেন নবগ্রাম ব্লকের চাষীগণ, ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সদস্যবৃন্দ, মহকুমা কৃষি বিভাগের আধিকারিক ও কৃষি প্রযুক্তি সহায়কগণ। আলোচনাচক্রে শ্রীবিনয় কান্তি ঘোষ-মহকুমা কৃষি আধিকারিক সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বিশেষ ধান্য উৎপাদন প্রকল্পকে সফল করতে আহ্বান জানান। বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ শ্রীসরোজ কুমার বসু প্রকল্পের বিভিন্ন খুঁটিনাটি দিক নিয়ে আলোচনা করেন। কিভাবে এই প্রকল্পকে সফল করা যায় সে বিষয়ে বিভিন্নভাবে পরামর্শ দেন। নবগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীমুজাফ্‌ফর হোসেন তাঁর ভাষণে বলেন যে সামগ্রিক উন্নয়নের সাথে সমবেতভাবে প্রচেষ্টা নিতে হবে যাতে করে এই প্রকল্প সার্থক হয়ে উঠে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ে। এই কর্মসূচি রূপায়নে তিনি পঞ্চায়েত সদস্যবৃন্দকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, এই প্রকল্প কেবল ধান্যোৎপাদন বৃদ্ধি নয়, এই প্রকল্পের দ্বারা দারিদ্র্য মুক্তি সম্ভব। তাই সবাইকে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে সামগ্রিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে হবে। সভায় জেলা পরিষদ সদস্য শ্রী আতিউল্ল সাহেব বক্তব্য রাখেন। এ ছাড়া পঞ্চায়েত প্রধানগণও বক্তব্য রাখেন। আলোচনাচক্রের শেষে কৃষক ভাইয়েরা বিভিন্ন সমস্যার কথা বলেন। সেগুলি সমাধান করেন শ্রী সরোজ কুমার বসু, চাষী ভাইয়েরা এ ধরণের আলোচনাচক্রের গুরুত্ব স্বীকার করেন।

উন্নয়নের কাজে সাগর পঞ্চায়েত সমিতি

পঞ্চায়েত সমিতির তত্ত্বাবধানে সাগর ব্লকের কমলপুরে ১০ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ব্যয়ে ৯ কিলোমিটার ব্যাপী একটি রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। তাছাড়া সাগরে আরও ১০টি ইটের রাস্তা তৈরি হচ্ছে যার সর্বমোটদূরত্ব হবে ১৬ কিলোমিটার। অন্যদিকে মুড়িগঙ্গার নিকটে ৮৫ ফুট লম্বা একটি সেতু ৭ লক্ষ টাকাব্যয়ে নির্মিত হচ্ছে। রসপুর-বসন্তপুর খালটির দেড় কিলোমিটার পর্যন্ত পুনসংস্কার করা হয়েছে, ফলে নিকটবর্তী প্রায় ৩০০ একর ধানজমি উপকৃত হবে। সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পে ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে ৬ কিঃ মিঃ রাস্তার দুই পার্শ্বে ঝাউবন সৃষ্টি করা হয়েছে। চেমাগুড়ির বাজারে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকাব্যয়ে ৩টি শেড তৈরি করা হয়েছে। সাগরে আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হরিণ বাড়ীতে ১৫ বিঘা এলাকায় একটি ক্রীড়াঙ্গন তৈরি করা।

কারুশিল্প প্রতিযোগিতা, ১৯৮৬-৮৭

কারুশিল্পের উৎকর্ষ সাধনের জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্পীদের উৎসাহদানের জন্য পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যভিত্তিক কারুশিল্প প্রতিযোগিতার প্রাক্‌কালে কলকাতার পৌর নিগম এলাকায় বসবাসকারী শিল্পীদের জন্য কলকাতা জেলা শিল্পকেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে আজ একটি জেলা ভিত্তিক প্রতিযোগিতা হয়। এই প্রতিযোগিতায় ৪টি প্রথম পুরস্কার, ৪টি ২য় পুরস্কার ও ৪টি বিশেষ পুরস্কার দেওয়ার জন্য বিভিন্ন শিল্প দ্রব্যাদি নির্বাচিত হয়। প্রতিটি পুরস্কারের মূল্য যথাক্রমে ২৫০, টাকা; ১৫০, ও ১০০, টাকা।

নির্বাচকমন্ডলীর সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সারা ভারত হস্তশিল্প পর্ষদ এবং আঞ্চলিক নক্‌সা ও কারিগরী উন্নয়ন কেন্দ্রের আঞ্চলিক অধিকর্তাগণ, ভারতীয় যাদুঘরের চারুকলা বিভাগের অধ্যক্ষা ও কলকাতা জেলা শিল্প কেন্দ্রের মহাপ্রবন্ধক। পৌরোহিত্য করেন কলকাতার মেয়র পরিষদের সদস্য ডঃ পূর্ণেন্দু বাঁ।

কলকাতায় টেস্টটিউব শিশু

ডাঃ বি. এন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে একটি চিকিৎসক দলের গবেষণা-কর্মের ফলশ্রুতিতে ১৯.১১.৮৬ সকাল ৭টা ৫৪ মিনিটে কলকাতার মেরীল্যান্ড নাসিং হোমে কলকাতার টেস্ট টিউব শিশু সুস্থভাবে ভূমিষ্ঠ হয়। ডাঃ চক্রবর্তী কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের ধাত্রীবিদ্যা ও স্ত্রীরোগবিদ্যার ভূতপূর্ব অধ্যাপক। তাঁর নির্দেশনায় কলকাতার ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন অ্যান্ড এমব্রায়ো ট্রানসফার ইউনিটের (নল-গর্ভাধান ও ভ্রূণ-স্থানান্তর ইউনিট) চিকিৎসকরা এই নলগর্ভাধান সম্পন্ন করেন। ভূমিষ্ঠ হবার সময় শিশুর ওজন ছিল ৩ কে.জি.। মা ও শিশু দুজনেই ভাল আছে। ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন (নলগর্ভাধান)-এর ক্ষেত্রে আমাদের দেশের এই নব দিগন্ত সূচনাকারী চিকিৎসক, নার্স এবং প্রয়োগবিদ সহ সমগ্র দলটিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী ডাঃ অম্বরীশ মুখার্জী।

অগ্রগতির পথে পশ্চিমবঙ্গের সমবায় আন্দোলন

শ্রীনীহার বসু

এ বছর ১৪ নভেম্বর থেকে ২০ নভেম্বর তেত্রিশতম নিখিল ভারতীয় সমবায় সপ্তাহ পালিত হচ্ছে। এই সমবায় সপ্তাহ উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতির সারাংশ জনগণের সামনে তুলে ধরার প্রয়োজন আছে।

বিগত কয়েক বছরে সমবায় আন্দোলন আমাদের পশ্চিমবঙ্গে উল্লেখযোগ্যভাবে সাফল্য লাভ করেছে। সমবায় আন্দোলন গ্রাম বাংলায় গভীরভাবে প্রসারিত। অধুনা শহরাঞ্চলে এ ব্যাপ্তি নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। কৃষিক্ষেত্রে চাষের উন্নতি এবং অধিক ফসলের জন্য সমবায় কৃষি ঋণ ছাড়া ও চাষের অন্যান্য আনুসাঙ্গিক উপকরণ যথা সার, যন্ত্রপাতি ও সেচের কাজও গ্রামীণ সমবায় সমিতি মারফৎ করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সাত হাজার প্রাথমিক কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি রয়েছে। প্রায় বাংলার প্রায় ৬৭ লক্ষ কৃষি পরিবার এইসব সমিতির আওতাভুক্ত। কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি মারফৎ কৃষক সভ্যদের চাষের সময়ে স্বল্প মেয়াদী কৃষিঋণ দেওয়া হয়ে থাকে। ১৯৮৫-৮৬ সালে ৪২ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা স্বল্পমেয়ারী কৃষিঋণ দেওয়া হয়েছে। এতে উপকৃত হয়েছেন প্রায় সাড়ে আট লক্ষ চাষী পরিবার। কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতিতে সব চাষীই যাতে সভ্য হতে পারেন তার জন্য সার্বজনীন সদস্য ভুক্তি প্রকল্প অনুযায়ী সভ্যদের সদস্যভুক্তির জন্য দেয় অংশের টাকা রাজ্য সরকারই বহন করে থাকেন। এ যাবৎ এই প্রকল্প অনুযায়ী প্রায় ৬ লক্ষ ৯৪ হাজার চাষীকে সমবায় সমিতির সদস্যভুক্ত করা হয়েছে। এর জন্য রাজ্য সরকারের খরচ হয়েছে প্রায় ১ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা।

স্বল্প মেয়াদী ঋণ ছাড়াও চাষীদের চাষের যন্ত্রপাতি, কারিগরী কুশলতা ও অন্যান্য উন্নয়ণমূলক উপকরণের জন্য মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সমবায় সমিতি মারফৎ দেওয়া হয়। ১৯৮৫-৮৬ সনে প্রাথমিক সমবায় উন্নয়ণ ব্যাংক মারফৎ প্রায় সাড়ে আট কোটি টাকা দীর্ঘমেয়াদী কৃষিঋণ দেওয়া হয়েছে। এতে প্রায় সাড়ে সতেরো হাজার চাষী পরিবার উপকৃত হয়েছেন যার আট শতাংশই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী। পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক রাজ্যের ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের ষাট শতাংশ আর্থিক সাহায্য দিতে মঞ্জুর করেছেন। উপকৃত পান চাষীদের ৯০ শতাংশই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পান চাষী। কৃষি ক্ষেত্রে আধুনিকভাবে যান্ত্রিক উপকরণ দিয়ে উন্নত করার জন্য প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। মৎস্য চাষের জন্য প্রায় তিন কোটি নব্বই লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে যা দিয়ে প্রায় ১৩ হাজার মৎস চাষী উপকৃত হবেন।

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীগণ নির্ধারিত সময়ে কৃষিঋণ পরিশোধ করলে তাদের জন্য সুদের হার কিছু পরিমাণ কমিয়ে দেবার ব্যবস্থাও রয়েছে। এই ব্যবস্থা তপশীলীভুক্ত এবং তপশীল উপজাতিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এ ছাড়া সর্বক্ষেত্রে ফসল বীমার সুযোগও সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে কৃষি বিপণনের। কৃষিজ উৎপাদনের সঠিক মূল্যে বিপণন ও প্রয়োজনীয় সময়ের জন্য গুদামজাত করা এবং হিমঘরে সংরক্ষিত রাখার জন্য এ রাজ্যে প্রায় ২৪০টি প্রাথমিক কৃষিজ বিপণন সমবায় সমিতি ও শীর্ষ সংস্থা 'বেনফেড' মারফৎ গ্রাম বাংলায় উল্লেখযোগ্য ভাবে কাজ করে চলেছে।

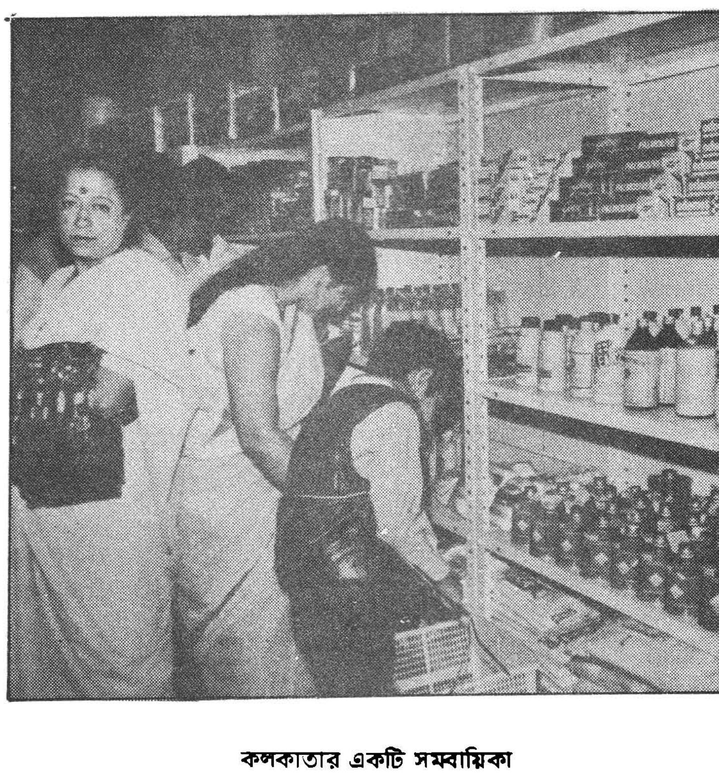
জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগমের সহায়তায় এ রাজ্যে প্রায় দুইহাজার চুয়ান্নটি সমবায় গুদাম নির্মিত হয়েছে, যাদের সম্মিলিত সংরক্ষণ ক্ষমতা দুইলক্ষ আশী হাজার মেট্রিকটন। বেনফেডের কারিগরি সহায়তায় এক হাজার সাত'শ চুরানব্বইটি গুদামের মধ্যে নয়শ' পাঁচটি গুদাম ইতিমধ্যেই নির্মিত হয়েছে যাদের সম্মিলিত সংরক্ষণ ক্ষমতা প্রায় এক লক্ষ আট হাজার মেট্রিক টন। বাকী আটশ উন নব্বইটি গুদাম, যাদের সংরক্ষণ ক্ষমতা হবে প্রায় নিরানব্বই হাজার মেট্রিক টন, শীঘ্রই তৈরী হয়ে যাওয়ার আশা আছে।

এ যাবৎ ২৪টি সমবায় হিমঘর কাজ করছে যাদের সম্মিলিত সংরক্ষণ ক্ষমতা ছিয়াশী হাজার মেট্রিক টন। জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগমের তৃতীয় পর্যায় প্রকল্পে বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় আলো ১৬টি সমবায় হিমঘর তৈরী কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল যার মধ্যে ১০টি ইতিমধ্যেই নির্মিত হয়ে গেছে।

জাতীয় তৈলবীজ উন্নয়ন সংস্থার প্রকল্প অনুযায়ী নয়টি জেলায় এ বছর প্রায় পাঁচ কোটি টাকা সমবায় কৃষিঋণ দেওয়া ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

কয়েকটি নির্ধারিত ব্লক পর্যায়ে সমবায় সমিতি মারফৎ বিশেষ ধান উৎপাদন প্রকল্পের কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে, এর জন্য প্রায় ১১ কোটি টাকা কৃষিঋণ দেওয়া হয়েছে। নির্ধারিত ব্লকগুলিতে আনুমানিক পঁচিশ হাজার মেট্রিক টন সার বিতরণের ব্যবস্থা এবং জলসেচের জন্য প্রায়

নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ '৮৬ প্রসঙ্গে



কলকাতার একটি সমবায়িকা

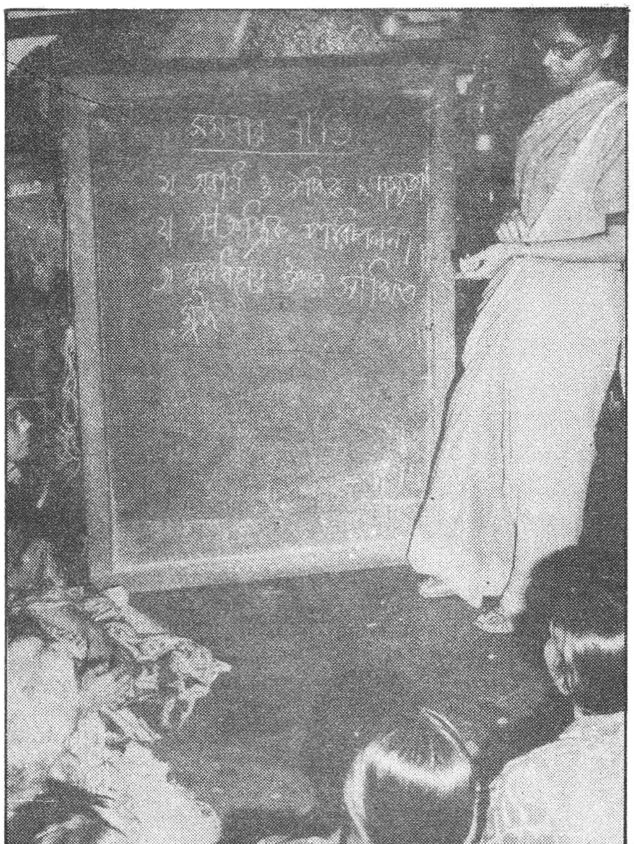
আড়াই কোটি টাকা মধ্যমেয়াদী ঋণের ব্যবস্থাও এ বছর করা হচ্ছে।

পাটের উৎপাদন ও বিপণনে সমবায় আন্দোলনের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। ১৯৮৫-৮৬ সালে বিভিন্ন গ্রামীণ সমবায় সমিতি তেত্রিশ কোটি টাকা মূল্যে'র সাড়ে ছয় লক্ষ বেল পাট ক্রয় করেছে। জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগমের আর্থিক সহায়তায় এ রাজ্যে সমবায় ভিত্তিক একশ' উনিশটি পাটের বেলিং প্ল্যান্ট স্থাপিত হয়েছে। এর মধ্যে ৭৮ টি বেলিং প্ল্যান্ট ইতিমধ্যেই সুষ্ঠুভাবে কাজ করছে। এ ব্যাপারে কারিগরী সহায়তা করছে শীর্ষ বিপণন সমবায় সংস্থা অর্থাৎ 'বেনফেড'।

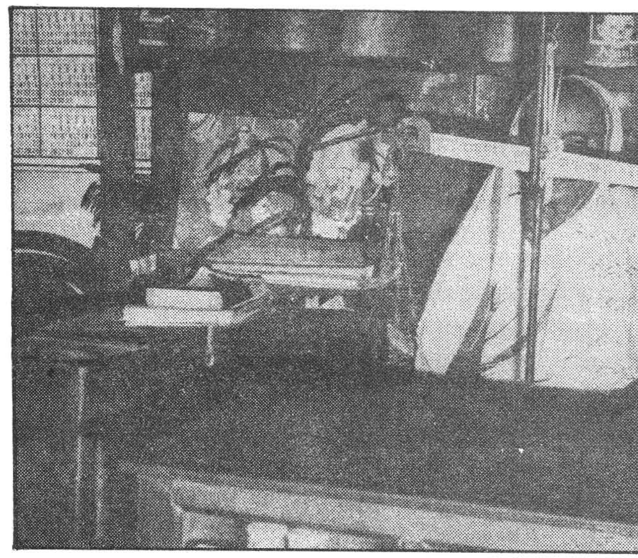
ন্যায্য মূল্য ও সঠিক ওজনে এবং সঠিক মানে ভোগ্যপণ্য সরবরারে জন্য বিভিন্ন ক্রেতা সমবায় সমিতি ক্রেতা সাধারণের স্বার্থে 'সমবায় বণ্টন ব্যবস্থা' অনুযায়ী কাজ করেছে। এই সরবরাহ ব্যবস্থা গ্রাম ও শহর, উভয় অঞ্চলেই প্রসারিত। ১৯৮৫-৮৬ সালে বিভিন্ন ক্রেতা সমবায় সমিতির মাধ্যমে প্রায় একশ' সাইত্রিশ কোটি টাকার ভোগ্যপণ্য বিক্রয় হয়েছে। প্রায় দু হাজার সাতশটি ক্রেতা সমবায় এই সরবরাহ ব্যবস্থার অংশীদার।

আবাসন সমস্যার সমাধানে সমবায় আন্দোলনের ভূমিকা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। রাজ্যের শীর্ষ সমবায় আবাসন সংস্থা জীবন বীমা কর্পোরেশন থেকে গৃহনির্মাণ ঋণ গ্রহণ করে বিভিন্ন প্রাথমিক আবাসন সমবায় মারফৎ উপকৃত সভ্যদের গৃহনির্মাণের ঋণ ব্যবস্থা করে উল্লেখযোগ্য উন্নতির স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হয়েছে। এ যাবৎ শীর্ষ সমবায় আবাসন সংস্থা প্রায় তেত্রিশ কোটি টাকা সভ্যদের গৃহনির্মাণের জন্য মঞ্জুর করেছেন।

কুটির শিল্পে, বিশেষ করে তাঁত বস্ত্রে সমবায়ের মুখ্য ভূমিকা আজ স্বীকৃত। রাজ্যস্তরে হস্তচালিত তাঁতশিল্পের শীর্ষ সমবায় সংস্থার তন্তুজ তাঁত বস্ত্র শুধু ভারতেই নয়, বিদেশেও সমাদৃত হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োগে তাঁত বস্ত্রের মানের উৎকর্ষ সাধনেও শীর্ষ সংস্থা নিয়মিত গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ রেশম শিল্পী সমবায় মহাসংঘ রাজ্যে সমবায় ভিত্তিক রেশম বস্ত্র উৎপাদন ও বিপণনে সার্থক পদক্ষেপ রেখেছে। গ্রামীণ কর্মসংস্থানে তাঁত শিল্প ও রেশম শিল্পের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় দুই লক্ষাধিক হস্তচালিত তাঁতে পাঁচ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষভাবে কর্মরত রয়েছেন।



একটি মহিলা সমবায় সদস্য শিক্ষণ শিবির



হুগলি জেলার মহিলা পরিচালিত ত্রিবেণী শিবপুর ক্রেতা সমবায় সমিতির একাংশ

মৎস্য চাষে উৎসাহিত করার জন্য রাজ্য সরকার মৎস্য সমবায় সমিতিগুলিকে প্রাধান্য ও গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ছয়শটি মৎস্য সমবায় সমিতি রয়েছে।

সমবায় আন্দোলন এ রাজ্যে আরো নানাদিকে প্রসারিত হয়ে আছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য-পরিবহণ সমবায়, বিশেষ করে জলপথ পরিবহণ। জলপথ পরিবহণ 'হুগলী নদী জলপথ পরিবহণ সমবায় সমিতি' বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। এ ছাড়া বেকার ইঞ্জিনীয়ারদের গঠিত পাঁচশত চুয়ান্নটি ইঞ্জিনীয়ারিং সমবায়, শ্রমজীবীদের নিয়ে গঠিত লেবার কন্ট্রাক্ট কো-অপারেটিভ, প্রেস কর্মীদের নিয়ে গঠিত সমবায় ছাপাখানা, রিক্সা চালকদের নিয়ে গঠিত রিক্সা সমবায় এবং মহিলাদের নিয়ে গঠিত মহিলা সমবায় সমিতি সমূহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সার্থকভাবে কাজ করে চলেছে। হুগলী জেলায় হরিপাল সিঙ্গুর বিদ্যুৎ সমবায় সমিতি গ্রামীণ বৈদ্যুতিক প্রকল্প অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্ব পালনে সমর্থ হয়েছে।

সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতির জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন সমবায় শিক্ষা ও সমবায় কর্মীদের প্রশিক্ষণ। এ রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন ও তার সহযোগী কুড়িটি জেলা সমবায় ইউনিয়ন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ছয়টি সমবায় প্রশিক্ষণকেন্দ্র ও একটি সমবায় প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় রয়েছে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমবায়কে যে গুরু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা সুষ্ঠুভাবে পালিত হবে। সমবায়ীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, সমবায় কর্মীদের একাগ্রতা ও জনগণের আন্তরিক সহযোগিতায় সমবায় আন্দোলন আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আরো অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাবে।

নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ

(১৪-২০ নভেম্বর, ১৯৮৬)

বিশ্বজুড়ে সমবায় দিবস পালনের প্রস্তাব উঠেছিল আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংঘের কার্যনির্বাহক কমিটির বৈঠকে। সে ছিল ১৯২০ সালের কথা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) শেষ হয়েছে। ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার দেশগুলি থেকে তখনও আতঙ্কের ঘোর কাটেনি। পরস্পর বিবাদমান দেশগুলি কিভাবে একসূত্রে সমবায় মৈত্রী সংঘে মিলিত হয়ে কাজ করবে-এ ভাবনা কার্যনির্বাহক কমিটিকে বিপুলভাবে নাড়া দিয়েছিল। ইতালীর মিলানে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হ'ল যে, প্রতি বৎসর জুলাই মাসের প্রথম শনিবারে সমবায় দিবস পালন করা হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ সর্বপ্রথম যে দিনটিতে দল-মত-পথ নির্বিশেষে শুধু সমবায়ী হিসাবে বাৎসরিক শপথ গ্রহণের সূচনা করেন সেদিনটি ছিল ১৯২৩ সালের ৭ জুলাই। সংহতি অর্থনৈতিক মুক্তি ও বিশ্বশান্তির পক্ষে সেটি ছিল এক শুভদিন।



একটি মৎস্য সমবায় সমিতির সদস্যাবৃন্দ

সমবায় আদর্শের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ, সমবায়ীদের মধ্যে আত্ম-সমীক্ষা, সমবায় আন্দোলনের অবদানের পরিপ্রেক্ষিতে সামগ্রিক মূল্যায়ন, আগামী দিনের কার্যসূচি গ্রহণ এবং সমবায়ের বাণী ও নীতি দূর-দূরান্তে প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী-সংঘ ১৯২৩ সালের জুলাই মাসে প্রথম আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস পালন করে। প্রতি বৎসর জুলাই মাসের প্রথম শনিবারকে আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এই দিনেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমবায় দিবস পালিত হয়। প্রথম দিকে ভারতবর্ষের কোথাও কোথাও একক আগ্রহে এ দিনটি পালিত হত। ১৯২৯ সালে সর্বভারতীয় সমবায় প্রতিষ্ঠান-সমূহের সংগঠন (All India Co-operative Institute Association) গঠিত হওয়ার পর জুলাই মাসের পরিবর্তে আবহাওয়ার কারণে নভেম্বর মাসের প্রথম শনিবারে সমবায় দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৯০০ সাল থেকে ভারতবর্ষে সেইভাবেই সমবায় দিবস পালিত হয়ে এসেছে। ১৯৪৯ সালে ভারতীয় সমবায় ইউনিয়ন গঠিত হয়। ভারতবর্ষের বিপুল জনসংখ্যা, সমবায় আন্দোলনের বিভিন্নমুখী গতি ও শাখার সাথে সঙ্গতি রেখে ১৯৫৪ সাল থেকে নিখিলভারত সমবায় ইউনিয়ন নভেম্বর মাসের প্রথম শনিবার থেকে পর পর সাতদিন সমবায় সপ্তাহ পালনের ব্যবস্থা করে। মূলতঃ এক একটি দিবসকে সমবায় আন্দোলনের এক একটি শাখার সঙ্গে যুক্ত করা হয়--যেমন কৃষি দিবস, শিল্প দিবস, ক্রেতা-সমবায় দিবস, মহিলা দিবস ইত্যাদি। বিভিন্ন স্থানের অনুষ্ঠানে প্রাসঙ্গিক দিবসটি পালনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা এবং পর্যালোচনা করা হয়।

ইতিমধ্যে ১৯৭২ সালের এপ্রিলের ২৮ তারিখে ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের কার্যকরী কমিটির বৈঠকে প্রতি বৎসর জহরলাল নেহরুর জন্মদিন থেকে পর পর সাত দিন ভারতবর্ষে নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ পালনের একটি প্রস্তাব আলোচিত হয় ও ভারতীয় সমবায় আন্দোলনের প্রসারে নেহেরুর অবদানের কৃতজ্ঞতা স্মরণে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ১৯৭২ সাল হতে সমবায় সপ্তাহ পালন সুরু হয় ১৪ নভেম্বর থেকে পর পর সাতদিন ধরে।

এ বছর ৩৩তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ পালিত হচ্ছে। সপ্তাহের বিভিন্ন দিনগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১৪ নভেম্বর	সমবায়, গণতন্ত্র ও নেতৃত্ব দিবস
১৫ নভেম্বর	কৃষি ও গ্রামীণ বিকাশ দিবস
১৬ নভেম্বর	পুনর্গঠিত বিশ দফা কর্মসূচি দিবস
১৭ নভেম্বর ...	শিল্প ও তাঁতশিল্প দিবস
১৮ নভেম্বর	যুব, মহিলা ও দুর্বলতর শ্রেণী দিবস
১৯ নভেম্বর	শান্তি ও জাতীয় সংহতি দিবস
২০ নভেম্বর ...	বিপণন ও সরকারি বন্টন ব্যবস্থায় সমবায়ের ভূমিকা দিবস

পশ্চিমবঙ্গের সমবায় আন্দোলন

গ্রামীণ অর্থনীতিতে সমবায়ের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কৃষকের অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটাতে এবং তাকে তার সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে সমবায় অবশ্যই সক্রিয় সহায়ক। শুধু কৃষি এবং কৃষকই নয়, সমবায় আজ আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের সকল রকম কাজে এবং পেশায় সাফল্যের সহায়ক হতে পারে।

কৃষিঋণ ঃ কৃষিজীবীদের, বিশেষত তাঁদের দুর্বলতর অংশকে স্বল্প এবং দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ যোগান দেওয়াই সমবায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম।

স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে তিনটি ইউনিটসহ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংক, ১৭ টি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ও ৬৬০০ টি

পুনর্গঠিত প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতি এবং দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে ২ টি শাখাকেন্দ্র সহ পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক ও ২৪ টি প্রাথমিক সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক বর্তমানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ ও পালন করে চলেছে। ১৯৮৫-৮৬ সালে সমবায় ক্ষেত্রে স্বল্প মেয়াদী কৃষিঋণ বাবদ ৪২.৭৯ কোটি টাকা এবং দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ বাবদ ৮.০৪ কোটি টাকা দাদন করা হয়েছে। কৃষি-নির্ভরশীল জনসংখ্যার শতকরা ৭১ জনেরও বেশি লোককে সমবায়ের আওতায় আনা হয়েছে।

১৯৮৫-৮৬ সালে আদায়ের পরিমাণ ছিল স্বল্প মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে ৪২.৩৭ কোটি টাকা এবং দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে ১১.৩২ কোটি টাকা। আদায়ের শতকরা হিসাব ছিল যথাক্রমে ৪২.১০ এবং ৪৮.২৯ টাকা।

কৃষি বিপণনঃ ১৯৮৫-৮৬ সালে বাণিজ্যিক সংগ্রহ প্রকল্প অনুযায়ী রাজ্য সমবায় কৃষি বিপণন মহাসংঘ (বেনফেড) এবং তার অনুমোদিত প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতিগুলি ৩০.৫৫ কোটি টাকার পাট সংগ্রহ করেছে।

কৃষকদের সংকটকালীন বিক্রীর হাত থেকে রক্ষার জন্য বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, হুগলি, মেদিনীপুর, ২৪-পরগনা এবং পশ্চিম দিনাজপুরের ৩০ টি প্রাথমিক বিপণন সমিতি এবং পাঁচটি কৃষি ঋণদান সমিতি বিপণন মহাসংঘের তত্ত্বাবধানে নির্ধারিত মূল্যে ধান এবং আলুও সংগ্রহ করেছে। উক্ত বর্ষে ২.১২ লক্ষ মেঃ টন সার সরবরাহ করা হয়।

গুদামজাত করার সুবিধার জন্য ইতিমধ্যেই ৮০,৪০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট ২৫ টি হিমঘর চালু করা হয়েছে এবং আরও ৫টি সম্পূর্ণ হওয়ার মুখে।

এন.সি.ডি.সি-এর প্রকল্প অনুযায়ী আরও ১,৭৫,০০০ মেঃ টন ফসল গুদামজাত করার জন্য প্রয়োজনীয় গুদাম তৈরির কাজ রাজ্য সরকার হাতে নিয়েছেন।

অ-কৃষিঋণঃ শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাংক এবং সরকারি অফিস, কল-কারখানা, সওদাগরী অফিস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারিদের দ্বারা গঠিত অ-কৃষি ঋণদান সমিতিগুলি এই রাজ্যে এক উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করছে।

৩১.৩.৮৫ পর্যন্ত এ ধরনের সমিতির সংখ্যা ছিল ২৬১৫। এদের মোট সভ্য ছিল ২০.২০ লক্ষ এবং দাদনের পরিমাণ ছিল ১১০.৭৫ কোটি টাকা। ৩১.৩.৮৫ তারিখে এদের আমানতের পরিমাণ ছিল ১৬২ কোটি টাকা।



মধ্যমগ্রাম মহিলা ব্রিস্টল ড্রেসার্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে কর্মরত সদস্যাবৃন্দ

ক্রেতা সমবায়ঃ দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের কেন্দ্রবিন্দু হল পণ্যের উৎপাদন ও তার উপযুক্ত বন্টন। আমাদের দেশে যেম উৎপাদনের ক্ষেত্রে তেমনি বন্টনের ক্ষেত্রে বহুবিধ সমস্যা রয়েছে। দেশব্যাপী সুষম বন্টন ব্যবস্থা গড়ে তোলায় ক্রেতা সমবায়ের বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। রাজ্যস্তরে ক্রেতা সমবায় সংঘ, ২৮ টি পাইকারী ক্রেতা সমবায় এবং ২৪৪৪ টি প্রাথমিক ক্রেতা সমবায় সমিতি এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এছাড়া কলকাতা এবং অন্যান্য বড় শহরে রয়েছে ১৫টি সমবায়িকা।

বর্তমানে ক্রেতা সমবায়গুলির সভ্য সংখ্যা ৫.৪৪ লক্ষ কার্যকরী মূলধন ২০.১৭ লক্ষ টাকা এবং বিক্রয়ের পরিমান ১৩৬.০০ কোটি টাকা।

সমবায় আবাসনঃ যথাযোগ্য বাসস্থান সভ্য মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা। কিন্তু দিনের পর দিন জনসংখ্যার দ্রুত হারে বৃদ্ধি আবাসন জনিত সমস্যাকে জটিল থেকে জটিলতর করে তুলছে। শহর, শহরাঞ্চল এমনকি পল্লী অঞ্চলেও মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও স্বল্প আয়ের লোকেদের জন্য সমবায়ের মাধ্যমে বাসস্থান সমস্যার সমাধান করা ক্রমশঃ অসম্ভব হয়ে পড়ছে জমির দাম ও গৃহ নির্মাণ জিনিষপত্রের দাম অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন। যে কটি আবাসন সমিতি শহর বা শহরাঞ্চলে আছে বা হতে চলেছে তা মূলত উচ্চ মধ্যবিত্ত লোকেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে। সরকারি আনুকূল্য না পেলে এ সমস্যার সমাধান সম্ভবপর নয়।

শিল্প সমবায়ঃ পশ্চিমবাংলায় এ পর্যন্ত ৬৭৩ টি শ্রমিক সমবায় এবং ৫৩২ টি ইঞ্জিনীয়ারদের সমবায় গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে এ রাজ্যে বন্ধ ও রুগ্ন শিল্পের কর্মচারিদের দ্বারা গঠিত ৭০ টি শিল্প সমবায় আছে।

পশ্চিমবঙ্গে শিল্প সমবায়ের ক্ষেত্রে উল্লেখের দাবি রাখে তাঁত শিল্প সমবায়। পশ্চিমবঙ্গের তাঁত শিল্প সমবায় সমিতিগুলির শীর্ষ প্রতিষ্ঠান 'দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যান্ডলুম উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি (যা 'তন্তুজ' নামে সমধিক পরিচিত।)

তাঁত শিল্প সমবায় ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শিল্প সমবায় গুলির মধ্যে আছে রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি, তালগুড় সমবায় সমিতি এবং বিভিন্ন চারু ও কারু শিল্প অবলম্বনে নানাবিধ হস্তশিল্প সমবায় সমিতি ও নানারকম খাদি ও গ্রামীণ শিল্প সমবায় সমিতি। এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে চারু ও কারু শিল্প অবলম্বনে নানাবিধ হস্ত শিল্প সমবায়গুলির অনেকগুলিই মহিলা সমবায় সমিতি।

দুগ্ধ সমবায়/মৎস্যজীবী সমবায়ঃ 'অপারেশন ফ্লাড-২' কর্মসূচি অনুসারে প্রাথমিক এবং কেন্দ্রীয় দুগ্ধ উৎপাদন সমবায় সমিতির কাজকর্ম সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ছ'টি কেন্দ্রীয় দুগ্ধ উৎপাদন সমবায় সমিতি এবং ঐ সমিতিগুলির একটি শীর্ষ সমবায় ঐ কর্মসূচি অনুযায়ী গঠন করা হয়েছে।

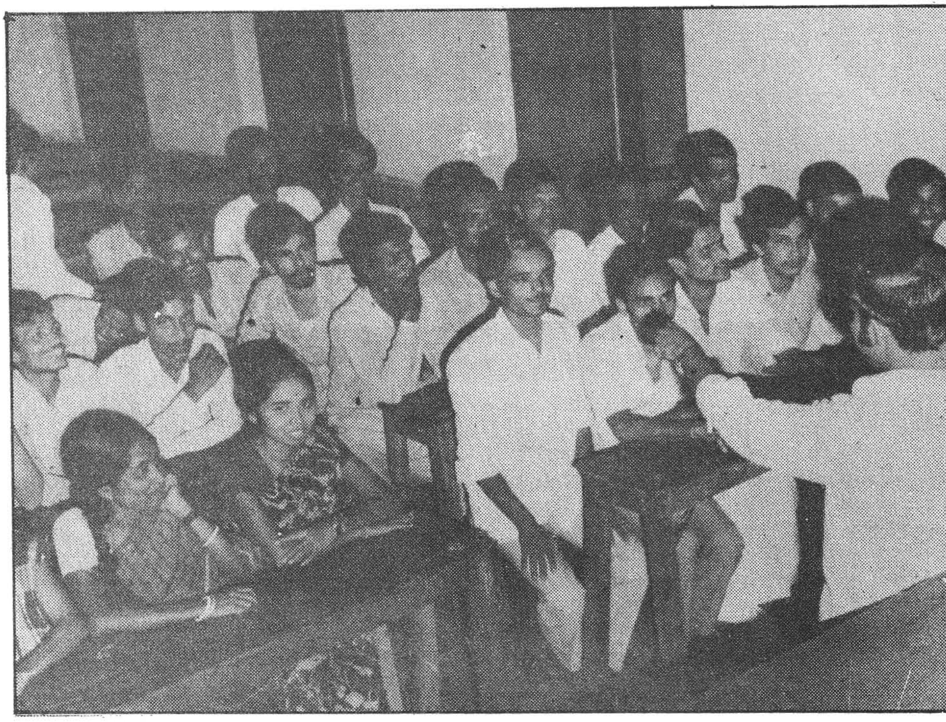
মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলিকে স্ব-নির্ভর

করে তোলার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক মৎসজীবী সমবায় সমিতিগুলিকে পুর্নগঠিত করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৭৩,০০০ মৎস্যজীবীকে ৭৭৮ টি স্বনির্ভর/স্ব-নির্ভর হতে পারে এমন সমিতির সদস্য করা হয়েছে।

সমবায় ও শিক্ষা ও প্রশিক্ষণঃ সমবায় আন্দোলনের ব্যাপ্তির সাথে সমবায়ীদের শিক্ষিত করা এবং তাঁদের প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করার প্রশ্নটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের হাতে।

সমবায় শিক্ষা (এডুকেশন) ও সমবায় প্রশিক্ষণ (ট্রেনিং) কর্মসূচির সকল ব্যয়ভার বহন করেন রাজ্য সরকার। সমবায় সদস্য শিক্ষণ কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য বর্তমানে যে ব্যবস্থা আছে তা অপর্যাপ্ত। ২১ টি সমবায় রেঞ্জের জন্য বর্তমানে মাত্র ৩০ জন শিক্ষা নির্দেশক এবং ৪ জন মহিলা শিক্ষা নির্দেশিকা আছে। ঐ সংখ্যা অবিলম্বে বাড়নো দরকার। ১৯৮৫-৮৬ সালে সমবায় শিক্ষণ কর্মসূচিতে শিক্ষণপ্রাপ্তের মোট সংখ্যা ২৫,৪৪৬।

বর্তমানে সমবায় শিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা মোট ৬ টি। এই শিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে সমবায় নেতা, সমবায় কর্মী এবং সমবায় বিভাগের অডিটরদের ট্রেনিং দেওয়া হয়। গত ১৯৮৫-৮৬ সালে মোট ২৯ টি শিক্ষাক্রম পরিচালিত হয় এবং ৬৭৬ জন কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বলাবাহুল্য প্রশিক্ষণের এই ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। ৭ম যোজনাকালে আরও ৩টি শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করার প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।



সমবায় শিক্ষণ কেন্দ্রের একটি ক্লাস ছবি-অরিজিৎ ভট্টাচার্য

রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন প্রতি মাসে বাংলায় মাসিক পত্রিকা 'ভান্ডার' প্রকাশ করে। এছাড়াও সমবায় বিষয়ক বইও ছাপান হয়। সংবাদপত্র, আকাশবাণী, দূরদর্শনকেও এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সমবায়ের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে নিয়মিত মিটিং, আলোচনাচক্র ইত্যাদির ব্যবস্থা করাও রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের নিয়মিত কাজের অংগ। রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনায় ৮২ সাল কলকাতায়, ৮৪ সালে বহরমপুরে এবং ৮৫ সালে জলপাইগুড়িতে সমবায় মেলার আয়োজন করা হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক

এক নজরে পশ্চিমবঙ্গের সমবায় আন্দোলনের রূপরেখা

* বর্তমানে রাজ্যের ৬৪.১৭ লক্ষ পরিবার সমবায় আন্দোলনের সাঙ্গে যুক্ত আছেন।

* সার্বজনীন সদস্যকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজের দুর্বলতর শ্রেনীভুক্ত ৬.৯৪ লক্ষ পরিবারকে সমবায়ের সদস্য করা হয়েছে। এ বাবদ ১২৭.৫০ লক্ষ টাকা সরকারি অনুদান দেওয়া হয়েছে।

* ১৯৮৫-৮৬ সমবায় বর্ষে কৃষি ঋণদান সমিতিগুলির মাধ্যমে প্রায় ৮ লক্ষ ৫৫ হাজার কৃষক পরিবারকে চাষের জন্য ৪২.৭৮ কোটি টাকা স্বল্প মেয়াদি কৃষি ঋণ দেওয়া হয়েছে। ঋণ গ্রহণকারী সদস্যদের শতকরা ৭০ জনই দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষ।

* উক্ত বছরে দীর্ঘমেয়াদি কৃষি ঋণ বাবদ প্রায় ১৭,৫০০ টি পরিবারকে ৮.৫০ কোটি টাকা দওয়া হয়েছে। এই ঋণের শতকরা ৬০ ভাগই পেয়েছেন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী ভাইরা।

* সরকারি সহায়ক মূল্যে পাটক্রয় প্রকল্পে ৮৫-৮৬ সমবায় বছরে চাষী ভাইদের কাছ থেকে সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে প্রায় ৭ লক্ষ গাঁট ভাল পাট কেনা হয়। এর আনুমানিক মূল্য ৩৩ কোটি টাকা।

* উক্ত বর্ষে সমবায় বিপণন ও কৃষি উন্নয়ন সমিতি গুলির মাধ্যমে রাসায়নিক সার বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৯৭ হাজার মেট্রিক টন।

* বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যে এ পর্যন্ত আলু সংরক্ষনের জন্য ৮৬ হাজার মেট্রিক টন ক্ষমতাযুক্ত ২৪ টি সমবায় হিমঘর নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে বা হতে চলেছে। এর মধ্যে ১৬ টি হিমঘর প্রকল্প অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়সূচীমত নির্মিত হয়েছে বা নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ।

* শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে ২৫ টি পাইকারী ক্রেতা সমবায়, ২৪০০ টি প্রাথমিক ভোগ্যপন্য সমবায় সমিতি, ১৭১টি বিপণন সমিতি ও ২৭০০ টি কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির মাধ্যমে অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যপন্য বন্টনের ব্যাবস্থা করা হয়েছে। ১৯৮৫-৮৬ সালে বিক্রীত ভোগ্যপন্যের মোট মূল্যে ৯৮০ কোটি টাকা।

* বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ২,০৫৪ টি সমবায় গুদামঘর রয়েছে। এগুলির মোট গুদামজাত ক্ষমতা ২ লক্ষ ৭৭ হাজার মেট্রিক টন। এছাড়া, বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগমের প্রকল্প অনুযায়ী আগামী চার বছরে আরও ১.৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন ক্ষমতা বিশিষ্ট গুদাম ঘর নির্মাণ করা

হবে। এই কর্মসূচীর অনেকখানি ইতিমধ্যেই অগ্রগতি হয়েছে।

* বর্তমানে সমবায় বিপণন সমিতিগুলির পাটক্রয় কেন্দ্রগুলিতে ৩১,২০০ মেট্রিক টন ক্ষমতা বিশিষ্ট ৭৮টি পাটবাঁধাই যন্ত্র (বেলিংপ্ল্যান্ট) চালু রয়েছে।

* নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের আবাসন সমস্যা দূরীকরণে সমবায় আবাসন প্রকল্পের মাধ্যমে ১৭৫৩০ বাসস্থান নির্মিত হয়েছে।

* জাতীয় নিবিড় তৈলবীজ উৎপাদন প্রকল্পে ৯-টি জেলায় সমবায় ব্যাংকের মাধ্যমে ১৯৮৭-৮৮ সালে ৫-২৩ কোটি টাকা কৃষি ঋণদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। একইভাবে ৭০টি নির্বাচিত বুথে বিশেষ খাদ্য উৎপাদন প্রকল্প ১১ কোটি টাকার কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

* বর্তমানে প্রায় ৬৬০০০ মৎস্যজীবী বিভিন্ন মৎসজীবী সমবায় সমিতির সদস্য। সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংকের মাধ্যমে উন্নত প্রথায় মাছ চাষের জন্য ১৯৮৫-৮৬ সালে প্রায় ৮১ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়।

* পানবরজ তৈরী ও পানচাষের জন্য সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংকের মাধ্যমে ১৯৮৫-৮৬ সালে ৭৮ লক্ষ টাকা ঋণ দাদন করা হয়েছে।

* প্রাথমিক তন্তুবায় সমবায় সমিতিগুলির সদস্য সংখ্যা প্রায় ৯,৪০০। সমবায় সমিতিগুলির উৎপন্ন বিক্রীত তাঁতবস্ত্রের মূল্য ৪০ কোটি টাকার মতো।

* তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের আর্থিক উন্নয়ণের জন্য মোট ৭৬টি বৃহদাকার সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতি (LAMP) কাজ করছে। ১৯৮৫-৮৬ সালে সমিতিগুলি ৮৩.৪৯ লক্ষ টাকা মূল্যের ক্ষুদ্র বনজ সম্পদ সংগ্রহ করে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য (নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত) সমবায় বিষয়ক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। ৫০০ টাকা পর্যন্ত পুরস্কার। সমবায় ইউনিয়নের গঙ্গাধর বাবু লেন, কলিকাতা-৭০০ ০১২ তে এবং/অথবা জেলায় অবস্থিত জেলা সমবায় ইউনিয়ন অফিসে যোগাযোগ করুন।

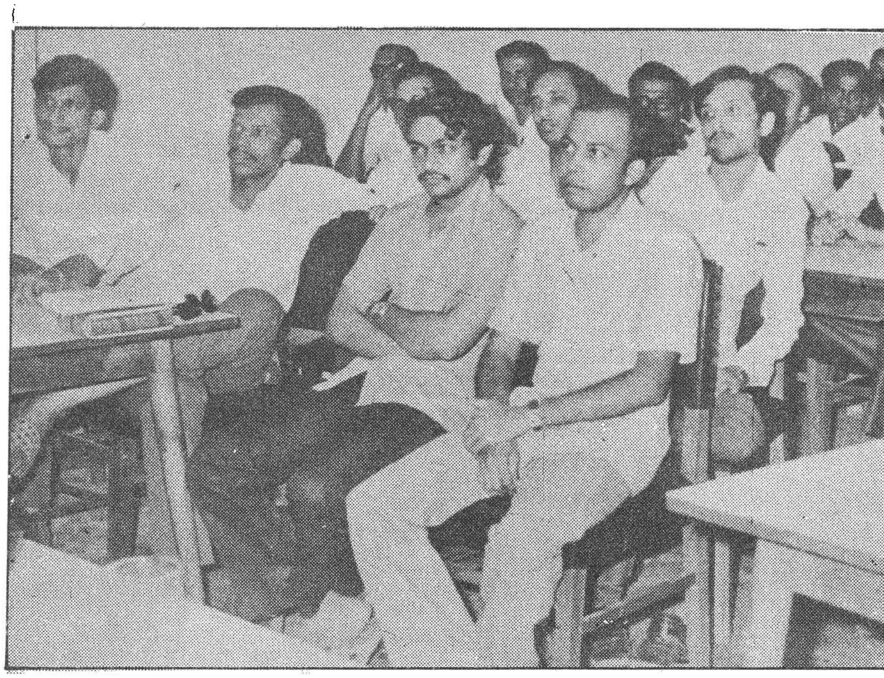
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় বিপণন ফেডারেশন লিঃ

পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক লিঃ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রেতা সমবায় ফেডারেশন লিঃ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংক লিমিটেড



একটি সমবায় সদস্য শিক্ষণ শিবির

সরকারি দামে মৎস্য বিক্রয়ের উদ্বোধন

বামফ্রন্ট সরকারের জণকল্যান মূলক কর্মসূচির অন্যতম হল জনগণকে সস্তায় মাছ সরবরাহ করা। এই উদ্দেশ্যে প্রতি ব্লকে মাছচাষীদের আর্থিক অনুদান সহ অন্যান্য সাহায্যের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে মাছ চাষের উন্নতির জন্য সরকার সচেষ্ট।

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বীরভূম জেলার মীনাধিকারিকের নেতৃত্বে ও বীরভূম জেলা সভাধিপতির সভাপতিত্বে গত ১০ অক্টোবর ১৯৮৬ তারিখ জেলা পরিষদ হলে এক আলোচনাচক্রের আয়োজন হয় বীরভূম মৎস্য উৎপাদন গোষ্ঠীর সঙ্গে। আলোচনায় স্থির হয় সস্তাদরে সরকারি স্টলে রামপুরহাট ১নং ও ২নং ব্লকের মৎস্য উৎপাদন গোষ্ঠী মাছ সরবরাহ করবেন। এবং গত মহালয়ার দিন এই স্টলের উদ্বোধন হয় ও জনসাধারণ সস্তাদরে মাছ ক্রয় করেন।



সস্তাদরে সরকারি স্টলে মাছ সরবরাহ

সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ নিয়ে আলোচনাচক্র

সম্প্রতি পশ্চিম দিনাজপরের রায়গঞ্জ মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং কালিয়াগঞ্জে প্রেস ক্লাবের পরিচালনায় 'সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ জাতীয় সংহতির পরিপন্থী' শীর্ষক এক আলোচনাচক্র কালিয়াগঞ্জ প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় প্রায় ৫০ জন বুদ্ধিজীবী আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করেন। প্রেস ক্লাবের কার্যকরী সভাপতি কালিয়াগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রী সুবোধ চন্দ্র সরকার আলোচনাচক্রে সভাপতিত্ব করেন। আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করে বক্তব্য রাখেন প্রেসক্লাবের সম্পাদক শ্রীঅশোকবন্ধু লাহিড়ী, গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার শ্রী দীপেন্দ্র নাথ রায়, কাস্টমস অফিসার শ্রীসুব্রত মুখার্জী, জুনিয়ার টেকনিক্যাল ফোরম্যান শ্রী সনৎ মুখার্জী, শিক্ষক শ্রী গণেশ চন্দ্র দেবশর্ম্মা, সাংবাদিক স্বদেশ চক্রবর্তী প্রমুখ।

আলোচনাচক্রের প্রারম্ভিক ভাষণে প্রেস ক্লাবের সম্পাদক বলেন যে, সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ নামক অশুভ শক্তি জাতীয় জীবনকে কলুষিত করছে। সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের মূল উৎস গুলি খুঁজে বের করে তাকে সমূলে ধ্বংস করতে হবে। জাতীয় জীবনে সুযোগ সুবিধার বিকেন্দ্রীকরণ এই সমস্যা সমাধানের একটি পথ। সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের উর্দ্ধে জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সংবাদপত্র গুলির দায়িত্বের কথা তিনি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন।

সভাপতির ভাষণে অধ্যক্ষ শ্রী সুবোধ চন্দ্র সরকার বলেন যে, আমাদের দেশ ভারতবর্ষ একটি সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র। আমরা ৮০ কোটি জনগন সকলেই ভারতীয়। পৃথিবীর মধ্যে আমাদের স্থান আছে। আমাদের মধ্যে একটি সংহতি আছে। জাতীয় জীবনে সংহতি এখন বিপন্ন। মানুষে মানুষে যেন ভেদ না থাকে। পারস্পরিক ভালবাসা ও মৈত্রী বন্ধনে আমরা যেন ঐক্যবদ্ধ থাকি। সবার উপরে মানবতাবাদ। হিন্দু-মুসলমান বাঙ্গালী, নেপালী-এর উর্দ্ধে উঠতে গেলে কিছুটা উদারতা দরকার। নেতাজী বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ভাষাভাষিকে নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেছিলেন। তার যোগ্য নেতৃত্বের জন্য তা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর জাতীয় নেতাদের পরস্পর বিরোধী মন্তব্য সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ নামক অশুভ শক্তির প্রশ্রয় দিচ্ছে। এই অশুভ শক্তিকে যুগ্ম মানসিকতার দ্বারা রোধ করতে হবে।

আলোচনা শেষে রায়গঞ্জ মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্ত্তৃক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

ভগবানগোলা ১ নং ব্লকে নবম বর্ষ পূর্তি উৎসব

গত ৮ ও ৯ নভেম্বর '৮৬ লালবাগ মহকুমা তথ্য দপ্তরের উদ্যোগে ও ভগবানগোলা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির পরিচালনায় বামফ্রন্ট সরকারের নবম বর্ষ পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ভগবানগোলা হাই স্কুলে।

অনুষ্ঠানের প্রথম দিন উৎসবের উদ্বোধন করেন ভগবানগোলা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রী মঙ্গলময় মজুমদার ৯ টি প্রদীপ জ্বালিয়ে। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি সরকারের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান ও সরকারের গণমুখী শিক্ষানীতি ও বিভিন্ন উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এরপর রচনা প্রতিযোগিতা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিষয়বস্তু ছিল "সার্বিক গ্রাম উন্নয়নে পঞ্চায়েতের ভূমিকা" ও বিতর্কের বিষয়বস্তু ছিল 'সভার মতে বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষানীতি সঠিক' বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা তাদের বক্তব্য রাখেন বিষয় ছিল 'জনকল্যাণে বামফ্রন্ট সরকার'। ভগবান গোলার এক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীআবদুস সাত্তার বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সহসভাধিপতি মহঃ নিজামুদ্দিন আহমদ বক্তব্য রাখেন। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন এবং সরকারের জনকল্যাণমূলক কাজের উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রধান শিক্ষক শ্রীগণেশচন্দ্র সাহা তাঁর ভাষণে বলেন কিছু কিছু ত্রুটি থাকলেও এই সরকারের বেশীর ভাগ প্রচেষ্টা মানুষের কল্যাণে এসেছে। লালবাগ মহকুমা তথ্য দপ্তরের উদ্যোগে 'মানব সমাজের ক্রমবিবর্তন' ও 'সরকারের শিক্ষানীতি' সংক্রান্ত পোস্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় ও দপ্তরের উদ্যোগে রাত্রে তথ্য চিত্র প্রদর্শিত হয়।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা তাঁদের বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল "জাতীয় সংহতি ও ভারতবর্ষ"। প্রধান অতিথি স্থানীয় বিধায়ক কাজী হাফিজুল রহমানের অনুপস্থিতিতে প্রধান অতিথি মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, জাতীয় সংহতি বর্ত্তমান ভারতবর্ষের একটি মূল সমস্যা। বিচ্ছিন্নতাবাদের জিগির তুলে দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের গোর্খাল্যান্ডের দাবি, পাঞ্জাবীদের খালিস্থানের দাবি, অসমীয়াদের বিদেশী বিতাড়ণ, মিজোরাম সমস্যা জাতীয় সংহতির পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম ও পঞ্চায়েতকে প্রশাসনের মধ্যে এনে জনগণকে কিভাবে সরকারের নিকটবর্তী করে তুলেছে তিনি তার বিশদ ব্যাখ্যা করেন। জেলা তথ্য আধিকারিকও বক্তব্য রাখেন এছাড়া ভগবানগোলা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আব্দুল সামাদ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে মহকুমা তথ্য আধিকারিক বলেন, ভগবানগোলা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ও শিক্ষা স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নাজ্জাক হোসেনের ও বাহারুল হক এবং ব্লক যুব আধিকারিক জয়ন্ত কুমার নাথের সহযোগিতা ছাড়া এই অনুষ্ঠান সাফল্যমন্ডিত করা সম্ভব হতোনা। অনুষ্ঠানের সভাপতি ও গ্রামপঞ্চায়েত সদস্য শ্রী ইন্দুভূষণ সরকার সবাইকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে সরকারি কর্মসূচী রূপায়নে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান। এছাড়াও মহকুমা তথ্য দপ্তরের উদ্যোগে পোস্টার প্রদর্শনী 'মানবসমাজের ক্রমবিবর্তন ও সরকারের শিক্ষানীতি' সংক্রান্ত পোস্টার প্রদর্শনী ও রাত্রে দপ্তরের উদ্যোগে তথ্য চিত্র প্রদর্শিত হয়।

গ্রামীণ সংবাদ

রামপুরহাট ১নং বলক

৭ এবং ৮ নভেম্বর ১৯৮৬ নারায়ণপুর হাইস্কুলে বামফ্রন্ট সরকারের ৯ম বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বীরভূম জেলা সভাধিপতি শ্রীব্রজ মুখার্জী নয়টা প্রদীপ জ্বেলে। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন রামপুরহাট ১নং পঞ্চায়েত সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শ্রীরাধাশ্যাম দাস, প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন মহকুমা ভূমি সংস্কার অধিকারিক শ্রীসুশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে মহকুমা তথ্য

আধিকারিক শ্রীধীরেন্দ্র নারায়ণ মৈত্র বলেন, এই বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য নয় বৎসর ধরে বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্য ও অসাফল্য জনগনের সামনে তুলে ধরা ও আলোচনার মাধ্যমে ভুল ত্রুটি সংশোধন করে জন-কল্যাণ মুখী কর্মসূচি গ্রহণ করা।

রামপুরহাট ১নং ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক তাঁর ভাষণে বামফ্রন্ট সরকারের ভূমি সংস্কার নীতি জনগণের সামনে তুলে ধরেন ও বলেন বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচির মধ্যে তালিকার ১নং স্থান অধিকার করবে ভূমি সংস্কার কর্মসূচি। সরকার এই কর্মসূচিটি অভূতপূর্বভাবে সাফল্য মণ্ডিত করেছেন।

প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে বামফ্রন্ট সরকারের ভূমি সংস্কারের ইতিহাস তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধক তথা বীরভূম জেলা সভাধিপতি শ্রীব্রজ মুখার্জী বলেন, দেশের জনগণই হচ্ছেন চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী এবং এই অধিকার বলে তারা সরকারের কাজের পর্যালোচনা করতে পারেন। এবং এই পর্যালোচনা হবে এই রকম বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। তিনি বলেন বামফ্রন্টের প্রধান কৃতিত্ব রাজ্যে গণতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। এই সরকার প্রতিটি সংগঠনে পরিচালন কমিটির নির্বাচন করেছে এবং নির্বাচিত কমিটির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে। এই সরকারের কার্যকালে দুবার পঞ্চায়েত ও পৌর সভার নির্বাচন হয়েছে। এই সরকারের অন্যতম কৃতিত্ব সমাজের নীচু শ্রেণীর লোকেদের যারা শ্রম দিয়ে সমাজের খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রীর যোগান দেয় তাদের দিকে দৃষ্টি দেওয়া ও তাদের অবস্থার উন্নতি করা। এই সরকার ৯৭ লক্ষ ভূমিহীনকে উদ্বৃত্ত জমি দিয়েছে। নিম্ন মধ্যবিত্তদের খাজনা মকুব করেছে। বর্তমানে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে পূর্বেকার মাথা পিছু ৮ পয়সার জায়গায় মাথাপিছু ৩৮২ টাকা খরচ হচ্ছে জনস্বার্থে। তিনি বলেন কেন্দ্র যদি একটা সুনির্দিষ্ট নীতিতে রাজ্য সরকার গুলিকে টাকা না দেয় তবে রাজ্য সরকার উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারবে না। তাই কেন্দ্রকে অর্থ সম্পদের বন্টনের ব্যাপারে একটা সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করতে হবে। এই সরকার রাজ্য যোজনায় ২৫ পারসেন্ট টাকা শিক্ষা খাতে খরচ করছে। বামফ্রন্ট সরকার দেশে যুবক, যুবতী ও ছাত্র ছাত্রীদের সুপথে পরিচালনা করার জন্য কর্মসূচি নিচ্ছে। এই সরকার বেকার, কৃষক ও বিধবাদের ভাতা দেবার ব্যবস্থা করেছে।

সমাজের নিম্নশ্রেণীর গরীব, ভূমিহীন, ক্ষেতমজুরদের স্বার্থে বামফ্রন্ট সরকার যে সকল কাজ করছে তা ভারতের অন্য প্রদেশের লোকেদের মধ্যেও সাড়া জাগিয়েছে।

দুইদিনের অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নাটক, তথ্য চিত্র প্রদর্শনী ও "জনকল্যাণে বামফ্রন্ট সরকার" শীর্ষক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

নবগ্রামে আলোচনা চক্র

গত ১০ নভেম্বর'৮৬ নবগ্রাম কৃষি খামারে ও বিশেষ ধান্য উৎপাদন প্রকল্প বিষয়ে এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনাচক্রে অংশগ্রহন করেন নবগ্রাম ব্লকের চাষীগণ, ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সদস্যবৃন্দ, মহকুমা কৃষি বিভাগের আধিকারিক ও কৃষি প্রযুক্তি সহায়কগণ। আলোচনাচক্রে স্বাগত ভাষণ দেন শ্রী বিনয়কান্তি ঘোষ-মহকুমা কৃষি আধিকারিক। তিনি সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বিশেষ ধান্য উৎপাদন প্রকল্পকে সফল করতে সবাইকে আহ্বান জানান। বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ শ্রী সরোজকুমার বসু প্রকল্পের বিভিন্ন খুঁটিনাটি দিক নিয়ে আলোচনা করেন। কিভাবে এই প্রকল্পকে সফল করা হয় সে বিষয়ে বিভিন্নভাবে পরামর্শ দেন। নবগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রী মুজাফফর হোসেন তার ভাষণে বলেন যে, সামগ্রিক উন্নয়নের সঙ্গে সমবেতভাবে প্রচেষ্টা নিতে হবে যাতে করে এই প্রকল্প সার্থক হয়ে ওঠে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ে। এই কর্মসূচি রূপায়নে পঞ্চায়েত সদস্যবৃন্দকে এবিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, এই প্রকল্প কেবল ধান্যোৎপাদন বৃদ্ধি নয়, এই প্রকল্পে দারিদ্র মুক্তি সম্ভব। তাই সবাইকে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে সামগ্রিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে হবে। সভায় জিলা পরিষদ সদস্য শ্রী আতিউল্লা সাহেব ও বক্তব্য রাখেন। এছাড়া পঞ্চায়েত প্রধানগণও বক্তব্য রাখেন। আলোচনাচক্রের শেষে কৃষকভাইয়েরা বিভিন্ন সমস্যার কথা বলেন। এবিষয়ে সমাধান নিয়ে আলোচনা করেছেন শ্রী সরোজ কুমার বসু, বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ, লালবাগ চাষীভাইয়েরা এ ধরনের আলোচনাচক্রের গুরুত্ব স্বীকার করেন।



পুলিস বিজ্ঞান কংগ্রেস

(৪১৩ পৃষ্ঠার পর)

পুলিশবাহিনীতে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিবিদ্যার উপযোগিতার বিষয়ে বলতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন যে দেশে এখন গুন্ডা, বদমাশ ও 'নিজস্ব সেনা'র মত দুষ্কৃতকারীর দল সরকারি প্রশাসন যন্ত্রের কাজে সবসময় বাধা দিয়ে চলেছে। এদের ঠিকমত মোকাবিলা করতে হলে পুলিশকে সূক্ষ্ম ও অত্যাধুনিক হাতিয়ার ও প্রযুক্তিবিদ্যা ব্যবহার করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। এসব ছাড়া পুলিশের কর্তব্য সম্পাদন করা অত্যন্ত দুরূহ বলে রাজ্যপাল মন্তব্য করেন। তিনি আরো বলেন যে এক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত পদ্ধতি থাকা খুব দরকার।

এদিন কলকাতার পুলিশ কমিশনার শ্রী বিকাশকলি বসু ধন্যবাদজ্ঞাপক ভাষণে বলেন যে রাজ্যপাল পুলিশবাহিনীকে যেসব উপদেশ দিয়েছেন তিনি তা অক্ষরে অক্ষরে কার্যে পরিণত করার চেষ্টা করবেন।

এদিনও 'ব্যুরো অব পুলিশ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে'র অধিকর্তা শ্রীটি. এ. সুব্রাহ্মনিয়ম তাঁর দীর্ঘ ভাষণে দেশের পুলিশবাহিনীর সুষ্ঠু কর্তব্য সম্পাদনের পক্ষে বিভিন্ন বাধা, অসুবিধার উল্লেখ করে আত্মসমালোচনা করেন। তিনি পুলিশ-বাহিনীকে আরো তৎপর ও বিজ্ঞান-নির্ভর হতে অনুরোধ করেন। এদিন ২০-তম নিখিল ভারত পুলিশ কংগ্রেস উপলক্ষে প্রকাশিত স্পেশ্যাল পোস্টাল ক্যানসেলেসন অ্যালবাম রাজ্যপালের হাতে প্রদান করেন পোস্ট মাস্টার জেনারেল শ্রীচুনীলাল দেব।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯৬০ সালে পাটনায় প্রথম নিখিল ভারত বিজ্ঞান কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতায় এই প্রথম নিখিল ভারত বিজ্ঞান কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল। এর আগে ১৯৮৫ সালে এই কংগ্রেস বসে শিলং-এ।

নিখিল ভারত পুলিশ বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্যোক্তা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকাধীন ব্যুরো অব পুলিশ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট। প্রায় প্রতিবছরই দেশের এক একটি রাজ্যে এই কংগ্রেস বসে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের সক্রিয় সহযোগিতায়।

প্রগতিশীল আন্দোলনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রগতির পথে অগ্রসর হতে হবে

–সরোজ মুখার্জি

"লেখক-শিল্পী সাহিত্যিকদের ৫০ বছরের প্রগতিশীল আন্দোলনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পথ করে করে প্রগতির দিকে এগিয়ে যেতে হবে"–১৫ নভেম্বর' ৮৬ ভারতের সংঘবদ্ধ প্রগতিলেখক সংস্কৃতি আন্দোলনের ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান উপলক্ষে নন্দন হলে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীসরোজ মুখার্জি উপরোক্ত মর্মে অভিমত জ্ঞাপন করেন।

শ্রীসরোজ মুখার্জি বলেন, উনবিংশ শতাব্দীতেও শিল্পী, সাহিত্যিক, লেখকদের অনেক সংগঠন হয়েছে বিভিন্ন দেশে। তাঁদের আলোচনা ও মত বিনিময় হয়েছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে লেখক-শিল্পী সাহিত্যিকরা সমাজের বিভিন্ন অংশকে জড়িয়ে আন্দোলন ও সংগঠন করেছেন। শিল্প সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের মূল কথা হচ্ছে তাঁরা তাঁদের সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। ম্যাক্সিম গোর্কি, রোমাঁ রোলাঁও লিখেছেন, এগিয়ে চলার জন্য তাঁরা লেখেন। এটা শুরু হয় ইউরোপে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। ১৯৩৬ সাল থেকে আমাদের এখানেও শুরু হয়। এখানে শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান জগতের এমন একজনও ছিলেন না যিনি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এই সংগঠিত আন্দোলনে নানাভাবে সহায়তা করেননি। তাঁরা তাঁদের সৃষ্টিতে তা ফুটিয়ে তুলেছেন। সেটা সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের একটা স্বর্ণময় অধ্যায়। সেই সময় সংগঠিত আন্দোলন বিকশিত হয়। এরপর ১৯৪৬-৪৮ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কূটকৌশলের চক্রান্তে দেশে রাজনৈতিক সংকট দেখা দিল,–কায়েমী স্বার্থ মাথা চাড়া দিল,–তার বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে বামপন্থীরা দাঁড়ালো। তখন থেকে শিল্প-সাহিত্য ক্ষেত্রেও সংঘাত চলেছে। তার মধ্যে এই আন্দোলন এগিয়ে চলেছে। সংঘাত ছাড়া জীবন কখনই অগ্রসর হতে পারেনা। ১৯৭০-এর দশক থেকে রাজ্যজুড়ে ভয়ংকর খুনের রাজত্ব, গণতন্ত্র বলে কিছু ছিল না, এরকম একটা পরিস্থিতিতে অতীত আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় নতুন সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ। শিল্প সংস্কৃতি জগতের সবাই হয়তো এই সংগঠনে আসেন নি। সংগঠন যতই ছোট হোক, তার উদ্দেশ্য হবে একটাই–সমাজকে ও জনগণকে এগিয়ে নিয়ে চলা।

শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ ১৯৩৫ সাল থেকে প্রগতি লেখক সংঘের আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বলেন, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, সোভিয়েতের পক্ষে, এবং ১৯৪২ সালে রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে '৪৩-এর মন্বন্তরের সময়, পরবর্তী কালে দাঙ্গার সময়ে শিল্পী সাহিত্যিকদের এই আন্দোলন অগ্রসর হয়।

শ্রী সুধী প্রধান স্মৃতিচারণ করেন এবং এই মর্মে তাঁর লিখিত অতীত দিনের বক্তব্যও পাঠ করেন।

তাছাড়া শ্রীমনীন্দ্র রায়, শ্রীরবীন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীঅনুনয় চট্টোপাধ্যায় বক্তব্য রাখেন।

সংস্কৃতি সংবাদ

সোমেনচন্দ-র ৬৫তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠান

লড়াইয়ের খোলা ময়দানে যিনি আত্মোৎসর্গ করেছেন–তাঁর মূল্যায়ণ করা দরকার–১৬ নভেম্বর ৮৬ নন্দন হলে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ আয়োজিত ভারতে ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামে প্রথম শহীদ লেখক সোমেন চন্দ-র ৬৫ তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণে সৈয়দ শাহেদুল্লাহ উপরোক্ত মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সোমেনচন্দের কাছের মানুষ শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। শ্রীকৃষ্ণ ধর ও শ্রীপ্রণব চট্টোপাধ্যায় সোমেন সাহিত্যের উৎস ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখিত তথ্যপূর্ণ সমৃদ্ধ ভাষণ পাঠ করেন।

সোমেন চন্দের সাহিত্যচর্চা ও তাঁর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তৎকালীন প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে শ্রী রণেশ দাশগুপ্ত দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। শ্রীদাশগুপ্ত বলেন, ভারতবর্ষে তখন একটা জমি তৈরি হয়ে ছিল লেখক-শিল্পীদের কাছে। অর্থাৎ সোমেনচন্দকে হত্যা করার পর সাম্রাজ্য বাদীদের বিরুদ্ধে, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে সচেতন লেখক শিল্পীরা সোচ্চার হলেন–তারপরে গড়ে উঠল প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘ। লেখক শিল্পীরা উপলব্ধি করলেন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। তখন 'কেন লিখি' এই নামে একটা পত্রিকা প্রকাশিত



ভারতে সংঘবদ্ধ প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের পঞ্চাশ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক-শিল্পী সংঘ আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছেন সরোজ মুখার্জি। মঞ্চে মণীন্দ্র রায়, চিন্মোহন সেহানবীশ, অরুণ মিত্র, নেপাল মজুমদার ও সুধী প্রধান।

হয়েছিল যাতে বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ-এঁরা লিখেছেন। প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘ মনে করত সোমেনচন্দ যা সৃষ্টি করে গেছেন তাকে স্বীকৃতি দেওয়া, সামনে নিয়ে আসা একান্ত কর্তব্য। কবি সমর সেন তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। অশোক মিত্র ইঁদুর গল্পের অনুবাদ করেছেন, লীলা রায় সংকেত গল্পটি অনুবাদ করেছেন। সাহিত্য-সংস্কৃতি, ভাষা রচনার পারিপাট্যের ক্ষেত্রে সোমেন চন্দের বিরাট অবদান রয়েছে। ১৯৪৩-৪৪-এ সোমেনের মৃত্যু বার্ষিকীতে ফ্যাসিবিরোধী পতাকা হাতে নিয়েছিলেন সচেতন লেখক শিল্পীরা, সাধন দাশগুপ্তের সোমেনকে স্মরণ করে 'তোমার বুকের খুনের" বিখ্যাত গানের লেখক শিল্পীরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

'৩৮-'৫২ সাল পর্যন্ত লেখক শিল্পীদের একটা বিরাট ধারা। মনীর চৌধুরীর 'কবর' নাটক শহীদদের স্মরণ করে একখানা শ্রেষ্ঠ কীর্তি। সোমেন চন্দতেই এই ধারার শুরু।

উল্লেখযোগ্য যে, সোমেনচন্দ সতীশ পাকড়াশীর কাছেই দীক্ষা গ্রহণ করেন। সোমেন চন্দ রাজনীতির সঙ্গে মিলিয়ে মানবিকতায় ও মাধুর্যে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির ভান্ডার।

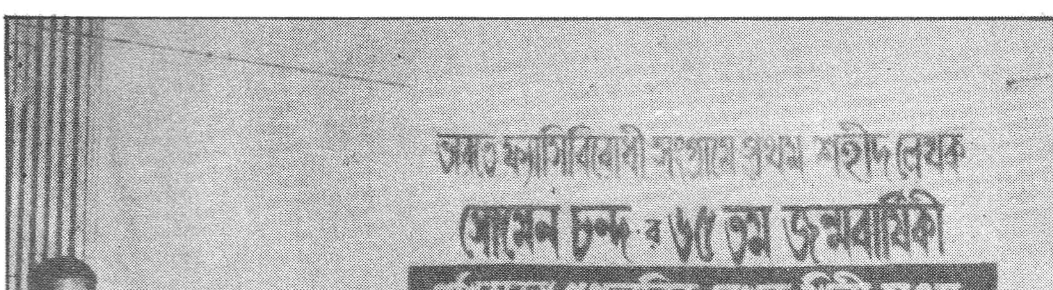
শ্রীঅরিন্দম চট্টোপাধ্যায় বলেন, সোমেন চন্দের গল্পগুলোতে হয়তো সীমাবদ্ধতা আছে কিন্তু ভাষার ব্যঞ্জনা, শব্দের ব্যবহারে মনে হয় চিন্তাশক্তি কত দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেছে। মমতায়, আবেদনে, কিছু পাবার জন্য উদগ্র আকাঙ্ক্ষায়, না পাবার হাহাকারে ছোট্ট ছোট্ট বাক্য বিন্যাসে গল্পগুলোর চমৎকারিত উল্লেখযোগ্য। মাত্র ১৬ বছর বয়সে 'শিশুতপন' তার অল্পদিনের পরেই 'মরুদ্যান' প্রশংসার দাবি রাখে। মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে ভালো না লাগা শেষ' গুরুত্বপূর্ণ গল্প। জীবনের বোঝা-পড়ার দিক থেকে তিনি যে পরিণতমনা হয়ে গেছেন তা সত্যিই উল্লেখযোগ্য। গল্পের মধ্যে লেখক যখন বলেন-"বাবাকে আমি আমার যৌবন ফিরিয়ে দিলাম" (ইঁদুর) তখন কি মনে হয়না কত সহজ কথায় কত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান কথা বলতে পেরেছেন-একটা আশ্চর্য স্বচ্ছতা আর লেখনী ছাড়া এ' ধরনের গল্প সৃষ্টি হতে পারে না। 'একটি রাত'-এর মত বলিষ্ঠ গল্পটি পড়তে পড়তে মনে হয় গোর্কির মা পড়তে পড়তে যেন লেখা। সোমেন চন্দ তাঁর গল্পের মধ্যে শ্রমিক কৃষক মৈত্রী বন্ধন গড়ে তুলেছেন। যখন দেখি গল্পের লেখক বলছেন-"কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অনেক নিরাপদ সভা করেছি"-তখন মনে হয় এ' ধরনের কথা তো ছোট মাপের নয়। সংগ্রামী সচেতন লেখক সোমেন চন্দ বলেছিলেন,"-ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত না থাকলে আজকাল আর আমি গল্প লিখতে পারি না।"

অনুষ্ঠানে শ্রীমতীকনক মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'সোমেন স্মরণে' কবিতাটি পাঠ করে শোনান শ্রীমতী নূপুর বসু। সংঘের সম্পাদক শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সোমেন চন্দের বিখ্যাত গল্প 'ইঁদুর' পাঠ করে শোনান।

সুরবাহার সাংস্কৃতিক উৎসব

শিশির মঞ্চে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হোল 'সুরবাহার' এর সাংস্কৃতিক উৎসব। এই উৎসবের সূচনাতে কৃষ্ণা সমাদ্দারের সুরে নিমাই বিশ্বাস রচিত 'কোথা যাই' সংস্থার শিশু শিল্পীদের মুখে অপূর্ব শোনায়। বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদ পরিচালিত নজরুলগীতির বিগত বর্ষের পরীক্ষায় সুরবাহারের দুজন শিক্ষার্থী রত্না দে ও জয়তী ভট্টাচার্য যথাক্রমে ৭ম বার্ষিক প্রন্ঠ পরীক্ষায় ২য় স্থান ও ৫ম বার্ষিক বিডাকর পরীক্ষায় যুগ্ম প্রথমস্থান অধিকার করার জন্য সংস্থার পক্ষ থেকে তাঁদের সংবর্ধনা জানান হয়। এই নবীন শিল্পীরা কয়েকটি নজরুলগীতি পরিবেশন করে তাঁদের শিল্প শৈলীর পরিচয় দেন। এঁদের সঙ্গে তবলা বাঁশী ও এস্রাজে সহযোগিতা করেন যথাক্রমে সমরেশ মুখোপাধ্যায়, তরুণ রায় ও রাজকুমার দে।

দ্বিতায়ার্ধে পরিবেশিত হয় সঙ্গীত ও নৃত্য সহযোগে রবীন্দ্রনাট্য "রথের রশি"। সুনীল সাহা পরিকল্পিত 'সুরবাহার' এর এই নবতম প্রজোযনা প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রচন্ড সম্ভবনাপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার স্বপক্ষে রচিত এই নাটককে রবীন্দ্র সঙ্গীত ও নৃত্যের সুললিত ছন্দে সহজ বোধ্য করে দর্শকের সামনে উপস্থিত করার প্রয়াস খুবই তাৎপর্য পূর্ণ। বৈদ্যনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এর নৃত্য পরিকল্পনায় সন্ন্যাসীর চরিত্রে সমীর গঙ্গোপাধ্যায় ও মন্ত্রীর চরিত্রে অরুণ মুখোপাধ্যায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। অভিনয়াংশে মীরা বিশ্বাস (প্রথমা), নিবেদিতা



নন্দন সেমিনার হলে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক-শিল্পী সংঘ আয়োজিত সোমেন চন্দের জন্মবার্ষিকী স্মরণে সৈয়দ শাহেদুল্লাহের লিখিত স্মৃতি আলেখ্য পড়ছেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশে সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, কৃষ্ণ ধর, কিরণ সেনগুপ্ত রণেশ দাশগুপ্ত প্রমুখ।

বিশ্বাস (দ্বিতীয়া), সুনীল সাহা (প্রথম নাগরিক), মন্মথ সোম (দ্বিতীয় সৈনিক), রবিরায় (পুরোহিত), ও কিশোর দাশগুপ্ত(শূদ্রদলপতি), নাটকীয় চরিত্রগুলিকে প্রাণময় করে তোলেন। নেপথ্য সংলাপে নির্মল চট্টোপাধ্যায় (সন্ন্যাসী), অমিতাভ রায় (মন্ত্রী), ও নেপথ্য সংগীতে সুমন্ত দাশগুপ্ত (সন্ন্যাসী) সার্থকতার পরিচয় দেন।

উদয়নারায়ণপুর থানার অনুষ্ঠান

শ্যামাপূজা উপলক্ষে গত ১৫ কার্তিক হাওড়া জেলার উদয়নারায়ণপুর থানা পুলিশবাহিনী বস্ত্রবিতরণ ও দরিদ্রনারায়ণ সেবামূলক এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বারো কুইন্টাল খাদ্য সামগ্রীর সমন্বয়ে প্রায় দশহাজার মানুষকে খাওয়ানো হয়। বস্ত্রহীন একশ ছাপান্নজনের হাতে বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানটি চলে বেলা বারোটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত। ও. সি. উদয়নারায়ণপুর থানা শ্রী দীপককুমার ঘোষ মজুমদার সকলকে শুভেচ্ছা জানান।

১২৫তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উৎসব ১৯৮৬

শ্রীরামপুর,

শ্রীরামপুর মহকুমা তথ্য দপ্তরের উদ্যোগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দুইদিন ব্যাপী ১২৫-তম জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান গত ১৭ নভেম্বর রিষড়া রবীন্দ্র ভবনে সমাপ্ত হয়। শ্রীরামপুরের মহকুমা শাসক শ্রী অতনু পুরকায়স্থ এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশ্বকবি। বিশ্ব-মৈত্রীর ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার একান্ত বাসনায় তিনি কাব্য, সাহিত্য, সংগীত সহ অন্যান্য বিষয়ে আজীবন ব্যাপৃত ছিলেন। অধ্যাপক শান্তনু রায় রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তা প্রসঙ্গে বলেন যে, মনুষ্যত্বের বিকাশ ও চরিত্র গঠনই ছিল কবির শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন রিষড়া পৌরসভার পৌরপতি শ্রীদিলীপ সরকার।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকার ওপর দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন শ্রী অজিত মিত্র। রবীন্দ্র সাহিত্যের ওপর এক বিতর্ক প্রতিযোগিতার অংশ গ্রহণকারী কৃতী ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণ করেন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী শ্রী অজিত বাগ। শ্রী বাগ তাঁর ভাষণে কবি রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ মানবতার কথা উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসংগীত সহ রবীন্দ্রনাথের কবিতা অবলম্বনে চলচ্চিত্র প্রদর্শণ করা হয়।

খাদ্যমন্ত্রীর অফিস স্থানান্তরণ

জরুরি সংস্কার কার্যের প্রয়োজনে খাদ্যমন্ত্রীর অফিস স্থানান্তরিত হয়েছে।

গত ১৭ নভেম্বর'৮৬ সোমবার থেকে ১১এ, মির্জা গালিব স্ট্রীটের সেক্রেটারিয়েট ভবনের চতুর্থ তলে (পূর্বতন কন্‌ফারেন্স হলে) নতুন অফিসে মন্ত্রীমহোদয় বসছেন। তাঁর অফিসও উক্ত ঠিকানায় স্থানান্তরিত হয়েছে।



১২৫তম রবীন্দ্র জন্মোৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজিত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় শ্রীরামপুরের বিজয়ী ছাত্রকে পুরস্কার দিচ্ছেন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী শ্রী অজিত বাগ

বিবিধ সংবাদ

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস

সম্প্রতি কালনা ১নং ও ২নং গ্রামীণ ব্যবহারিক সাক্ষরতা প্রকল্প কৃষ্ণদেবপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে সারাদিনব্যাপী খেলাধূলা প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বয়স্ক শিক্ষার উপর আলোচনাসভার আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে পতাকা উত্তোলন করেন স্থানীয় বিধায়ক শ্রীমতী অঞ্জু কর। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের সভাপতি প্রাথমিক শ্রীরামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ভাষণে বলেন, জনগণই দেশের শক্তি। তাদের অন্তরে যে শক্তি সুপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে কোন উপায়ে তার জাগরণ সম্ভব হলে তা দেশের সমৃদ্ধি রচনায় নিয়োজিত হয়ে জাতির সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের সাধনায় লাভ করবে বঞ্চিত সফলতা। মানুষের অন্ধত্বের মতো নিরক্ষরতা এই দুর্ভাগ্য দেশের হতভাগ্য জনগণের সর্বাপেক্ষা নিষ্ঠুরতম অভিশাপ। সেই অভিশাপ দূর করতে পারলে সুপ্তি ভঙ্গ ঘটবে তার অন্তনির্হিত দুর্বার শক্তির। তখন জ্ঞান কর্মে চিন্তায় বিকশিত হয়ে উঠবে তার মধ্যে বিপুল সম্ভাবনা।

পরিকল্পনার সাথে সাধারণ মানুষকে সংযুক্তীকরণ

বামফ্রন্ট সরকার সমস্ত পরিকল্পনার সাথে সাথে সাধারণ মানুষকে যুক্ত করছেন। পরিকল্পনাগুলি এমন ভাবে করা হচ্ছে যাতে সাধারণ মানুষ বেশি উপকৃত হন। ১৯৭৭ সালের আগেও পরিকল্পনা হয়েছে রাস্তাঘাট হয়েছে-কিন্তু তার সুফল পেয়েছেন মুষ্টিমেয় মানুষ। জমি কিছু লোকের হাতে থেকে যাচ্ছিল। নিচের তলার লোকের হাতে কোন জমি ছিল না। পরিকল্পনার সাথে সাধারণ মানুষের কোন যোগাযোগ ছিল না। ১৯৭৭ সালের পর ব্যবস্থাটা আস্তে আস্তে পাল্টাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের উন্নতি শুরু হল নিচের তলার লোকের মাধ্যমে। কৃষি, শিল্পে গ্রামের মানুষকে কিভাবে স্বাবলম্বী করা যায় তার প্রচেষ্টা চলেছে।

ব্যারাকপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর ও ব্যারাকপুর ২নং পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে গত ১৬ নভেম্বর পাতুলিয়া শ্রমিক মঙ্গল কেন্দ্রে বামফ্রন্ট সরকারের ৯বর্ষ পূর্তি উৎসবের উদ্বোধন করেন রাজ্য যোজনা পর্ষদের সদস্য ডঃ অসীম দাশগুপ্ত। তিনি বলেন, বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষাকে সর্বজনীন করতে চান। যে সব ছাত্রছাত্রীরা মাঝপথে অর্থনৈতিক কারণে বিদ্যালয় ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় তাদের আবার কিভাবে বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনা যায় সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও চিন্তা করছেন। তাদের দুপুরের আহার দেওয়া যায় কিনা ভেবে দেখা হচ্ছে। গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি আরও ভালভাবে পরিচালনার জন্য পঞ্চায়েতকে যুক্ত করার প্রস্তাব ও আছে।

সবাইকে স্বাগত জানিয়ে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীবিজয় ঘোষ তাদের পক্ষে কি কি করা সম্ভব হয়েছে তা ব্যাখ্যা করে বলেন। মহকুমা তথ্য আধিকারিক উৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রী তড়িৎ তোপদার কেন্দ্রের বঞ্চনার কথা বলেন। গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে সর্বশক্তি দিয়ে ঐ আন্দোলনকে রুখতে হবে। সব কিছুর উন্নতিতে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগ নিতে হবে।

পাতুলিয়া গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান শ্রীশান্তি-রঞ্জন বক্তব্য রাখেন।

পাতুলিয়া গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান উঃ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীনন্দদুলাল ভট্টাচার্য বলেন নানান সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও আমরা কাজ করে চলেছি। আমরা সর্বদাই গ্রামবাসীদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করেছি এবং করব। কেন্দ্রীয় বৈষম্যের কথাও তিনি বলেন।

এই উপলক্ষে এক প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সভায় প্রচুর জনসমাগম হয়।

কৃষি কারিগরি কর্মীসংস্থার স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি ইঞ্জিনিয়ারিং আধিকারিকের কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন কৃষি কারিগরী কর্মী সংস্থার ডাকে মে দিবস শতবর্ষ উপলক্ষে দার্জিলিং জেলা শাখার উদ্যোগে ৮ নভেম্বর' ৮৬ শিলিগুড়ি রেডক্রশ কেন্দ্রে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি অত্যন্ত উৎসাহের মধ্য দিয়ে প্রতিপালিত হয়। উক্ত শিবিরের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো অর্ডিনেশন কমিটি জেলা শাখার প্রতিনিধি শ্রী দেবতোষ সেনগুপ্ত। উক্ত সংস্থার পক্ষ থেকে যাঁরা রক্তদান করবেন তাঁদের অভিনন্দন জানিয়ে এই রক্তের একটা অংশ যদি জি, এন, এল, এফের গুন্ডাবাহিনী দ্বারা আক্রান্ত শ্রমিক কর্মচারীদের প্রাণ বাঁচাতে ব্যবহৃত হয় তার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি দার্জিলিং জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি অনিল সাহা তাঁর বক্তব্যে সংস্থার এই উদ্যোগের প্রশংসা করে কৃষি কারিগরী কর্মী



ব্যারাকপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ৯ম বর্ষপূর্তি উৎসবে বক্তব্য রাখছেন সভাধিপতি শ্রী নন্দ দুলাল ভট্টাচার্য। মঞ্চে উপবিষ্ট রয়েছেন ডঃ অসীম দাশগুপ্ত।

সংস্থার দার্জিলিং জেলা শাখার সদস্যগণ জাতিধর্ম নির্বিশেষে রক্তদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি যে সংহতি জ্ঞাপন করলেন তার জন্য ধন্যবাদ জানান। কর্তৃপক্ষকে শ্রমিক কৃষকের প্রাণ বাঁচাতে এই রক্ত ব্যবহারের জন্য অনুরোধ রাখেন। সংস্থার পক্ষ থেকে ২১ জন সদস্য উক্ত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে ফাঁসিদেওয়া ও নকশালবাড়ি এলাকার সদস্য হোসেন আহমেদ ও বুধু ওঁরাও রক্তদান করেন। এছাড়া স্থানীয় গোঁসাইপুর অঞ্চলের অধিবাসী অবিনাশ বর্মণ, সত্যচরণ রায় রক্তদান করেন। সংস্থার জেলা কমিটির সদস্য শঙ্কর কর, সত্যরঞ্জন রায় ও সুব্রত শর্মা ঐ শিবিরে রক্তদান করেন। এছাড়া সংস্থার ৪ জন সদস্য ইতিপূর্বে কর্মচারী স্বার্থে রক্তদান করেছিলেন। সর্বমোট ১১ জন সদস্য অংশগ্রহণ করে সংস্থার এই রক্তদান কর্মসূচির ডাক ও উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণভাবে সফল করেন। দার্জিলিং জেলায় যখন বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিচ্ছে তখন সংস্থার সদস্যগণের একত্রে রক্তদান অন্যান্য কর্মচারী ও জন মানসে ঐক্য ও সংহতিকে আরো সুদৃঢ় করবে বলে আশা করা হচ্ছে।



রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মালদহ জেলার ৮ম জেলা সম্মেলন

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মালদহ জেলা শাখার ৮ম জেলা সম্মেলন ৭-৯ নভেম্বর' ৮৬ মালদহ টাউন....হলে বিপুল উৎসাহে ও উদ্দীপনার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।

৭ নভেম্বর' ৮৬ অফিস ছুটির পর সমস্ত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও ২৭ টি ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ পরিচালনা করেন অমর ব্যানার্জী, প্রনব দাস ও নিখিলেশ দাশকে নিয়ে গঠিত সভাপতি মণ্ডলী। শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালনের পর সমাবেশের কাজ শুরু হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে ৮ম জেলা সম্মেলনের তাৎপর্য্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মালদহ জেলা শাখার সম্পাদক সমর রায়। প্রকাশ্য সমাবেশ উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য ভবতোষ রায়। সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন পঃ বঃ সরকারের নগর ও পৌর উন্নয়ন দপ্তরের প্রতি-মন্ত্রী শৈলেন সরকার, কৃষক সভার আনন্দ ব্যানার্জী, জয়েন্ট কাউন্সিল অব হেলথের সুশান্ত চৌধুরী, মালদহ ১২ই জুলাই কমিটির নগেন ঘোষ।

৮ ও ৯ নভেম্বর ৮৫ প্রতিনিধি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ৮ নভেম্বর প্রতিনিধি অধিবেশনের প্রাক্কালে সমস্ত প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি মিছিল শহর পরিক্রমা করে সম্মেলন স্থানে উপস্থিত হবার পর রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি অমর ব্যানার্জী। শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন জেলা সভাপতি অমর ব্যানার্জী, অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি রামচরিত ভাণ্ডারী, জেলা সম্পাদক সমর রায়, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদ্বয় ভবতোষ রায় ও তুলসী দস্তিদার, গৌড়ীয় কৃষ্টি সংসদের স্বপন দে।

৪০১ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে প্রতিনিধি অধিবেশন শুরু হয়। অধিবেশন পরিচালনার জন্য অমর ব্যানার্জী, প্রনব দাস ও নিখিলেশ দাসকে নিয়ে সভাপতি মণ্ডলী গঠিত হয়। সভাপতি মণ্ডলীকে সহায়তা করার জন্য সমর রায়, দীপক পাল, রবি চক্রবর্তী, অসিত ভট্টাচার্য ও সুস্মিতা ব্যানার্জীকে নিয়ে স্টিয়ারিং কমিটি এবং গৌতম মণ্ডল, নবীন দাস ও নারায়ণ করকে নিয়ে মিনিটস্ কমিটি গঠণ করা হয়।

সভাপতি মণ্ডলীর পক্ষ থেকে একটি শোক প্রস্তাব উত্থাপণ করেন জেলা সভাপতি অমর ব্যানার্জী এবং শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১ মিঃ নীরবতা পালন করা হয়।

অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি রামচরিত ভাণ্ডারী লিখিত স্বাগত ভাষণ পাঠ করেন। অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক সুব্রত মজুমদার সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের করনীয় বিষয়গুলি বলেন।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তুলসী দস্তিদার প্রতিনিধি অধিবেশন উদ্‌বোধন করে আন্তর্জাতিক দেশীয় ও রাজ্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতি ও স্বৈরাচারী কার্যাকলাপের বিরুদ্ধে সঠিক শ্রেণী চেতনা নিয়ে লাগাতার সংগ্রামে সামিল হবার আহ্বান জানান। তিনি পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক পরিবেশ নষ্ট করার চক্রান্ত-এর বিরুদ্ধে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ, সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও প্রাদেশিকতাবাদ-এর বিরুদ্ধে সর্বস্তরের কর্মীদের রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানান।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন, আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন যথাক্রমে যুগ্ম সম্পাদক দীপক পাল, কোষাধ্যক্ষ সুকৃতি মৈত্র। ৪২ জন প্রতিনিধির আলোচনার পর জবাবী ভাষণ দেন সম্পাদকমণ্ডলী সদস্য সুকৃতি মৈত্র।

সম্মেলনে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের গৌড়ীয় কৃষ্টি সংসদের শিল্পীরা গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন। জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাংস্কৃতিক শাখা "ময়না তদন্ত" নাটক অভিনীত হয়।

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান

৩২৯.	বিজলপুকুর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি	১০১.০০
৩৩০.	বিজয়গড় কেন্দ্রীয় সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি	১,১১১.০০
৩৩১.	জ্ঞানানন্দ সেবা সংঘ	২০০১.০০
৩৩২	ইন্ডিয়ান এ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড	১,০০০,০০.০০
৩৩৩.	টাটা আয়রণ এ্যান্ড স্টীল কোম্পানি লিমিটেড	১০,০০,০০০.০০
৩৩৪.	কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ও শ্রমজীবি সংগঠন সমূহের কো-অর্ডিনেশন কমিটি	২৫,০০০.০০
৩৩৫.	কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ও শ্রমজীবি সংগঠনসমূহের কো-অর্ডিনেশন কমিটি	২৫,০০০.০০
৩৩৬.	চন্দ্রদাস কেমিক্যালস্ এন্টারপ্রাইজেস প্রাইভেট লিমিটেড	১০,০০১.০০
৩৩৭	পশ্চিমবঙ্গ এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশন	১০০১.০০
৩৩৮.	নেতাজী কলোনী পূজা কমিটি	৫৫১.০০
৩৩৯.	নেতাজী কলোনী নাগরিক কমিটি	৫০১.০০
৩৪০	নেতাজী কলোনী উন্নয়ন সমিতি	১০১.০০
৩৪১.	প্রহ্লাদ ধর	৫০.০০
৩৪২	অনিল পাল	১৫.০০
৩৪৩	জয়দেব ভুঁইঞা	১১.০০
৩৪৪	ইন্দ্রজিত সাহা	১০.০০
৩৪৫	শিবু ব্যানার্জি	২০.০০
৩৪৬.	নবদ্বীপ রুইদাস	১০.০০
৩৪৭	রাজারাম বাল্মিকী	৫১.০০
৩৪৮	মধুসূদন রায়	১১.০০
৩৪৯.	রতন দাস	২৫.০০
৩৫০.	বিহারী সিং	২০.০০
৩৫১.	অনামা দাস	১০.০০
৩৫২.	আর.ই. ক্যান্টিনওয়ালা, লখনৌ	২১.০০
৩৫৩.	সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি, নন্দিনীমাইনস্, দুর্গ, মধ্যপ্রদেশ	১০০.০০
৩৫৪.	আনন্দপুর ব্যবসায়ী সমিতি, মেদিনীপুর	২০১.০০
৩৫৫.	গন্ধেশ্বরী মৎস উৎপাদন গোষ্ঠী, মেদিনীপুর	১০১.০০
৩৫৬.	রাজরাজেশ্বর নিয়োগী, কলি-২৯	৫০০.০০
৩৫৭.	কল্পনা সরকার এইচ (এফ) টোপা পি.এইচ.সি বনগাঁ, ২৪ পরগনা (দক্ষিণ)	১০১.০০
৩৫৮	যুগ্ম সম্পাদক, সার্বজনীন শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা, লক্ষ্মী পূজা এবং কালীপূজা কমিটি, কেন্দ্রীয় সরকারি আবাসন জি.আই.পি. কলোনী, হাওড়া	১০০৯.০০
৩৫৯	কৃষ্ণ কমল মিত্র, কলি-৩৯	১০১.০০
৩৬০	হাজরা কেবিনেট ওয়ার্কস, ঝাড়গ্রাম মেদিনীপুর	১০১.০০ টাকা
৩৬১	জে.ফারনেনডো টিউটি ফোরিণ ১ তামিলনাড়ু	২৫.০০ টাকা
৩৬২	জনার্ধন সিনহা	১৫.০০
৩৬৩	তিলজলা সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি কলি-৩৯	২০১.০০
৩৬৪	বি.সি ব্লক, আবাসিক সমিতি	৫০০১.০০
৩৬৫	সম্পাদক বৃহত্তর ঠাকুর নগর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, ৮৬	১০১.০০
৩৬৬.	বৈদ্যনাথ মিশ্র কলি-১৬	৫০.০০
৩৬৭	বাণী পাঠাগার ঢাকুরিয়া কলি ৩১	৩৫১.০০ টাকা
৩৬৮	সম্পাদিকা মহিলা আসর কলি-৫০	১০০১.০০ টাকা
৩৬৯.	ডি.ডি.সি রিক্রিয়েশণ ক্লাব কলিকাতা	৫০১.০০ টাকা
৩৭০.	কলিকাতা জেলা কমিটি সি.পি.(আই) এম	৭০,০০০.০০ টাকা
৩৭১		৫,০০০.০০ টাকা
৩৭২.	হরিপদ হালদার প্রধান শিক্ষক হরিদাসপুর সাহা আলমপুর বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ ২৪ পরগনা (দক্ষিণ)	১০.০০
৩৭৩.	গৌরীশংকুমার ধাওয়ান প্রযত্নে ছন্দা ফার্মেসী ধানবাদ	১০.০০
৩৭৪.	নিমাইচাদ কুন্ডাইত, আইনজ্ঞ, বর্ধমান	১০.০০
৩৭৫.	সমীর কুমার পান্ডা, সদর হসপিটাল, পুরুলিয়া	১১.০০
৩৭৬.	সোসীম গোবেস কলি-১৪	১১.০০
৩৭৭.	মুকুন্দপদ গাঙ্গুলী, দেওঘর, বিহার	২০.০০
৩৭৮.	তপনকুমার দাস, উদয়পুর ত্রিপুরা	২৫.০০
৩৭৯.	ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ অগ্নিবাণী প্রাথমিক বিদ্যালয় ঝাড়গ্রাম মেদিনীপুর	৭১.০০
৩৮০.	বড়গাঙ্গী সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি বড়গাঙ্গী, মেদিনীপুর	৫১.০০

৩৮১.	অশোককুমার সরকার এস.এ. ই কে.সি.সাবডিভিশন ১৩ ঝাড়গ্রাম মেদিনীপুর	৭৫.০০
৩৮২.	গৌলকবিহারী রায় (সম্পাদক) ডব্লু, বি,ডি, ডব্লু সমিতি মেদিনীপুর	১,০০০
৩৮৩	নমিতা মুখার্জী, পশ্চিম বাউরিয়া হাওড়া	১১.০০
৩৮৪.	বাঁকড়া মিশ্র পাড়ার কিছু ছাত্র (হাওড়া)	২০.০০
৩৮৫.	সম্পাদক প্রবাসী পূজা কমিটি কলিকাতা	৫১.০০ টাকা
৩৮৬.	সর্বভারতীয় মিনিসাটারিয়াল কর্মচারী সমিতি (মুখ্যশাখা) পূর্বরেলওয়ে কলিকাতা	২০১.০০ টাকা
৩৮৭.	মেজর আ.কে.আর্য আই.সি-১৯০৮৫ ডব্লু, সদর দপ্তর-৪ কর্পস্, প্রযত্নে ৯৯ এ.পি.ও	৩১.০০
৩৮৮.	কল্যাণপুর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি (আদি) প্রযত্নে রাসবিহারী ঘোষ, কল্যাণপুর জুডি সিং এস্টেট, এ এস/৩/৪৬/৯, আসানসোল, বর্ধমান	১,০৫১.০০
৩৮৯.	ঘোড়াধরা পূজাকমিটি, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর	২০১.০০
৩৯০.	সরকারি কর্মচারী কৃষ্টি পরিষদ, এল.ডি.ও অফিস, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর	১০১.০০
৩৯১.	উলুবেড়িয়া ই.এস.আই হাসপাতাল দুর্গাপূজা কমিটি, হাওড়া	৫০১.০০
৩৯২.	তরুণ সংঘ সার্বজনীন পূজা কমিটি, মধ্যাহিংলী মহিষাদল, মেদিনীপুর	১০১.০০
৩৯৩.	হরিণডাঙ্গা সার্বজনীন দুর্গোৎসব পূজা কমিটি, ডায়মন্ডহারবার, ২৪ পরগণা	৫১.০০
৩৯৪.	এ.কে.রায়, কলি-৭৫	২০০.০০
৩৯৫.	পি.কে পত্রনবীশ, সম্পাদক অন্তহীন, কলি-৮৪	৫০১.০০
৩৯৬.	শ্রী গুরু সিং সভা, কলি-২৬ (কলকাতার শিখদের পক্ষ থেকে)	২৫,০০০.০০
৩৯৭.	ক্যালকাটা ট্যাক্সিস এ্যাসোসিয়েশন, কলি-২৫	৫,০০১.০০
৩৯৮.	শশা বাগান স্পোর্টিং ক্লাব এবং আকাদা স্পোর্টিং ক্লাব, কলি-৬	৬৩০.০০
৩৯৯.	"লোকনাথ মিশন", শালকিয়া হাওড়া-৬	৫,০০১.০০
৪০০.	দুর্গাপূজা কমিটি, গয়েশপুর, নবপ্রাণ সংঘ, নদীয়া	৯৯১.০০
৪০১.	কুমারটুলি জাতীয় বালক সংঘ, কুমারটুলি	৭০১.০০
৪০২.	সুবিমল ঘোষ	৪,০০০.০০
৪০৩.	মুখানি দুগার কনস্ট্রাকশন (প্রাইভেট) লিমিটেড, কলকাতা-৭২	৫০.০০
৪০৪.	মধুসূদন রায় চৌধুরী, হাওড়া (লোকো রেলওয়ে) রসুলপুর, বর্ধমান	৫.০০
৪০৫	অমরনাথ প্রামাণিক ও কেদারনাথ প্রমাণিক, কলকল, বর্ধমান	৫.০০
৪০৬.	কার্তিক ও সর্দার, নন্দ হুগলি	১০.০০
৪০৭.	বিমলপদ দত্ত, উমেশ মহল, বর্ধমান	১০.০০
৪০৮	হরিপদ মিস্ত্রী, সম্পাদক দেনাদীঘি সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, মেদিনীপুর	১১.০০
৪০৯.	কণিকা রায়, ৫৮, ঠাকুরবাড়ি (শিবপুর) হুগলি	২১.০০
৪১০.	পরেশচন্দ্র মুখার্জি, রায়নগর (পোস্টালপার্ক) বাঁশদ্রোণী,২৪ পরগনা	২৫.০০
৪১১	বিধুভূষণ বিশ্বাস, প্রধান শিক্ষক, জামালপুর বাউড়িয়াপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, বর্ধমান	৪০.০০
৪১২.	এন.কে.বর্ধন রায়, আদর্শনগর, কলিকাতা-৩১	৫০.০০
৪১৩.	শৈলেন্দ্রনাথ বোড়েল, পোল, হুগলি	৫০.০০
৪১৪.	উত্তরপাড়া উৎসবাগোষ্ঠী ট্যাংড়াকোলনি, ২৪ পরগনা (উত্তর)	৭২.৫০
৪১৫	সম্পাদক, সুতারগাছি, আরেন্ডপুর সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি, সিমুড়ালি, নদিয়া	১০১.০০
৪১৬.	সম্পাদক, অফিসার্স টিফিন ক্লাব, বেঙ্গল কেমিক্যাল, কলিকাতা-৫৪	১০১.০০
৪১৭.	রথীন্দ্রনাথ কর, খাড়িনান জুনিয়র হাইস্কুল, দুপসা, বর্ধমান	১০১.০০
৪১৮	নরেশচন্দ্র বসাক, আগরপাড়া, ২৪ পরগনা	১০১.০০
৪১৯.	পরেশ মিশ্র, এইচ.এফ.সি এস. ডব্লিউ.ইউ বাসুদেবপুর, হলদিয়া, মেদিনীপুর	১০১.০০
৪২০.	সম্পাদক, সার্বজনীন পূজা কমিটি, শীতলা পরমানন্দপুর, মেদিনীপুর	১০১.০০
৪২১.	মুর্শিদাবাদ জিয়াগঞ্জ ব্লক সমবায় সমিতি	১০১.০০
৪২২.	বাঁশকোপা ফ্রি প্রাইমারি স্কুল, কাঁকসা সার্কেল, বর্ধমান	১০১.০০
৪২৩.	সম্পাদক, গোহেল বেড়িয়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব পূজা কমিটি, হাওড়া	১৬১.০০
৪২৪.	লতিকা হালদার, মালদা	২০০.০০
৪২৫.	সম্পাদক, বিশ্বকর্মাপূজা কমিটি, পি.সেন এন্ড কোঃ, দুর্গাপুর	৩০১.০০
৪২৬.	গুডরাইক শপ লিমিটেড, কলকাতা-২০	২,০০,০০০
	মোট	৩৮,৫৩,৫৩৮.০২

[illegible] পেপার মিলস্ লিঃ,
[illegible] ৫,০০০.০০

৪২৮ ই.ই. [illegible]-এর কর্মচারিবৃন্দ,
[illegible] অধিকারী,
[illegible]-৩ ৫৭৫.০০

৪২৯ উত্তর সীমান্ত রেলওয়ে কনজিউমার্স
কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ,
[illegible], গুয়াহাটি II ১,০০১.০০

৪৩০ [illegible] সার্বজনীন দুর্গোৎসব
কমিটি. বহুরূপা, মেদিনীপুর ২০১.০০

৪৩১ [illegible] ক্লাব, খাতরা, বাঁকুড়া ৫০.০০

৪৩২ [illegible] শ্রীনবযুবক সংঘ, হুগলি ৫১.০০

৪৩৩ [illegible], সন্তানদল, রাজাভাতখাওয়া
[illegible], জলপাইগুড়ি ৫০১.০০

৪৩৪ দুর্গেশনন্দিনী দেবী, সানপাড় ১০০.০০

৪৩৫ [illegible] ইলেকট্রিক সাপ্লাই বিশ্বকর্মা
পূজো কমিটি, জোন ১, বর্ধমান ১,০০১.০০

৪৩৬ দক্ষিণ ২৪ পরগনা গ্রুপ থিয়েটার
ফেডারেশন, সোনারপুর ৮২১.০০

৪৩৭ উত্তর কাশিয়াবাদ ও কাশিয়াবাদের
আদিবাসী ও অন্যান্য শ্রমিক, কাকদ্বীপ ৫০১.০০

৪৩৮ মে দিবস শতবার্ষিকী ও ১২৫ তম রবীন্দ্র
জন্মবার্ষিকী উৎসব কমিটি, বিদ্যুৎ কর্মী,
কলকাতা ১৬, ২৪ পরগণা, জেলা কমিটি ১,০০০.০০

৪৩৯ গোপালনগর সানাপাড়া সার্বজনীন
দুর্গাপূজা কমিটি, সিঙ্গুর, হুগলি ১০১.০০

৪৪০ সুবিমল ঘোষ ১,০০০.০০

৪৪১ স্টিল অথরিটি অব ইন্ডিয়া লিঃ,
দুর্গাপুর স্টিল প্লান্ট ১,০০,০০০.০০

৪৪২ সাধারণ সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ গ্রাম
পঞ্চায়েত কর্মসহায়ক সমিতি,
কলকাতা ১২ ৯,৩৪৬.০০

৪৪৩. সি.এস.আই আর সায়েন্টিফিক ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন
সি.জি এবং সি.আর. আই
শাখা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ১,৫০০.০০

৪৪৪. টেকনিক্যাল সুপারভাইজিং স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন,
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ, কলকাতা-১ ১,০০০.০০

৪৪৫. অভ্যর্থনা কমিটি, নদিয়া জেলা অধিবেশন, সিটু ১,০০১.০০

৪৪৬. তেহট্টা ব্লক-১ বয়স্ক শিক্ষা প্রশিক্ষক
অ্যাসোসিয়েশন, নদিয়া ২৫০.০০

৪৪৭. পশ্চিমবঙ্গ নন্‌-গেজেটেড পুলিশ কর্মচারী
সমিতি, এস.এ.পি, নবম ব্যাটে, কৃষ্ণনগর ১,৩০১.০০

৪৪৮. বাটা মহেশতলা স্থায়ী মঞ্চ প্রস্তুতি কমিটি,
বাটানগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ৫০১.০০

৪৪৯. শম্ভুচরণ দাস, বলরামপুর, হরিপাল, হুগলি ১০১.০০

৪৫০. সুধীনকুমার মুখোপাধ্যায়, কলকাতা-২৫ ১০০.০০

৪৫১. শ্রীধরপুর শিবতলা সার্বজনীন পূজা কমিটি ৩৫১.০০

৪৫২ বিনয় বসু ১০.০০

৪৫৩. প্রশিক্ষকবৃন্দ, প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষা,
বোরশুল ইউনিট ১ ও ২ ১৫১.০০

৪৫৪. মেমারি-১ ব্লক স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব ৫০০.০০

৪৫৫. মশাগ্রাম স্টেশন বাজার কমিটি ৫০১.০০

৪৫৬. জয়যাত্রী সংঘ, রসুলপুর ১০১.০০

৪৫৭. পশ্চিমবঙ্গ হেল্‌থ গাইড, মেমারি-১ ১৫১.০০

৪৫৮. শীলশ্রী বস্ত্রালয়, বর্ধমান ১০১.০০

৪৫৯. শক্তি সংঘ, রসুলপুর ২০০.০০

৪৬০. মহেশ পাল লেন পূজা কমিটি, হাওড়া-৪ ৫০১.০০

৪৬১. অরুণেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, জি.আর.এস.ই লিঃ,
কলকাতা-২৪ ৫১.০০

৪৬২. গল্‌ফ্ গ্রিন সেন্ট্রাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি ৩,০৬৬.০০

৪৬৩. গল্‌ফ্‌গ্রিন শারদোৎসব কমিটি,
ফেজ ২, ৫ ও ৬ ৫০১.০০

৪৬৪. গল্‌ফ্ গ্রিন সার্বজনীন দুর্গোৎসব, ফেজ ৩ ও ৪ ২,০০১.০০

৪৬৫. ডাইনামিক ইনজিনিয়ার্স, কলকাতা-৪০ ৩০১.০০

৪৬৬. জুবিলি পার্ক ক্লাব, কলকাতা-৩৩ ৫০০.০০

৪৬৭. সাইমন কার্ভেস ইন্ডিয়া লিঃ ১,০০,০০০.০০

৪৬৮. করণজি হরিপুর দুর্গোৎসব কমিটি,
মেদিনীপুর ১৫১.০০

৪৬৯. অর্জুন, কলকাতা-৭ ১,১০০.০০

৪৭০. সি.জি.সি.আর.আই.
এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, কলকাতা-৪৫ ৪,৫০১.০০

৪৭১. ব্রিক্তি যুবক সংঘ, গড়িয়া, কলকাতা-৮৪ ৩০১.০০

৪৭২. নিবেদিতা মহিলা সমিতি, চন্দননগর ১,০০০.০০

৪৭৩. কালীঘাট রবীন্দ্র অ্যাসোসিয়েশন ও কালীঘাট
আঞ্চলিক সমন্বয় কমিটি, কলকাতা-২৬ ৫০৩.০০

৪৭৪. অশোকনগর যুবক সংঘ, ২৪ পরগনা ২০১.০০

৪৭৫. অশোকনগর-কল্যাণগড় পৌর এলাকার
বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা ৬৫০.০০

৪৭৬. পশ্চিমবঙ্গ এন.ডি.এফ
মেম্বার্স অ্যাসোসিয়েশন ১,৬৩১.০০

৪৭৭. নেতাজী কলোনি বাজার ওয়েসাইড
ব্যবসায়ী সমিতি ১,০০০.০০

৪৭৮ রতনকুমার দাস, বামনগাছি ব্রিক
ফিল্ড সমিতি ১,০০১.০০

৪৭৯. সমীর ঘোষ, বামনগাছি ১০.০০

৪৮০. সারদা পল্লী রামকৃষ্ণ রিলিফ অ্যান্ড
চ্যারিটেবল সোসাইটি, নিমতা, কলকাতা-৪৯ ১০১.০০

৪৮১. দেশপ্রিয়নগর পুনর্বাসন সমিতি ১০০.০০

৪৮২. আনন্দগড় পল্লীহিল সার্বজনীন সমিতি ৫১.০০

৪৮৩. দেশপ্রিয়নগর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি ২০০.০০

৪৮৪. শিবতলা বাসুদেবপুর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি ২০১.০০

৪৮৫. উদয়ন পল্লী কমিটি ৫১.০০

৪৮৬. দেশপ্রিয়নগর বাজার সমিতি ১০১.০০

৪৮৭. যুগের সাথী ৩১.২৫

৪৮৮. সবুজ পল্লী কমিটি ২৫.০০

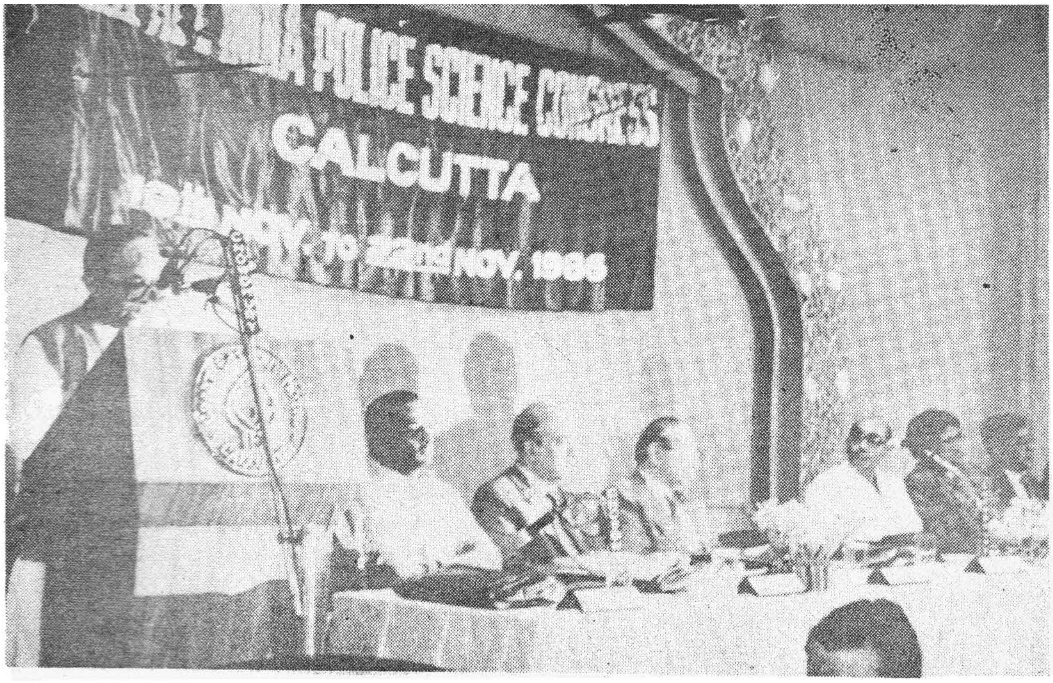
৪৮৯. বেলঘরিয়া ইউথ অর্গানাইজেশন ৫১.০০

৪৯০.	তরুণ পল্লী কমিটি	৩১.০০
৪৯১.	বেলঘরিয়া প্রয়াস সংস্থা	১০১.০০
৪৯২.	হরেন্দ্রকুমার দেবনাথ	১১.০০
৪৯৩.	জাগ্রত পল্লী কমিটি	৭০.০০
৪৯৪.	সোনার বাংলা পল্লী কমিটি	১০০.০০
৪৯৫.	অগ্রগামী ক্লাব	৫১.০০
৪৯৬.	আদর্শ পল্লী সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি	১০১.০০
৪৯৭.	গোপাল ভাদুড়ী স্মৃতি গ্রন্থাগার	৩১.০০
৪৯৮	বড়ুয়া নাট্যম	১৫.০০
৪৯৯.	রাণী পার্ক সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি	১০১.০০
৫০০.	অমিয় বসু, রাণী পার্ক	৫০.০০
৫০১.	আনন্দ সমবায় সমিতি	৩১.০০
৫০২.	টেক্সম্যাকো ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন	২,০০০.০০
৫০৩.	টেক্সম্যাকো এম টি ডি কো-অপারেটিভ সোসাইটি	২৫১.০০
৫০৪.	ভারতী সংঘ	১০১.০০
৫০৫.	টিম্‌স ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন	১০১.০০
৫০৬.	শহীদ মহল পল্লী কমিটি	২৫.০০
৫০৭	শহীদ মহল পূজা কমিটি	২৫.০০
৫০৮	সি.পি.আই (এম) বিষ্ণু এজেন্সী	৫০১.০০
৫০৯.	সিদ্ধার্থশংকর রায় কলোনী পূজা কমিটি	২৭৫.০০
৫১০.	মিলনতীর্থ ক্লাব, সিদ্ধার্থশংকর রায় কলোনী	২৭৭.০০
৫১১.	দ্বৈপায়ণ পল্লী পূজা কমিটি	৫১.০০
৫১২.	সি.পি.এম বাসুদেবপুর শাখা	১০১.০০
৫১৩.	অগ্রদূত ক্লাব	৫০১.০০
৫১৪.	কেনারাম তারণ	২৫.০০
৫১৫.	বিড়া অঞ্চল ব্যবসায়ী সমিতি	৫০.০০
৫১৬.	নবীন পল্লী পূজা কমিটি	৩১.০০
৫১৭.	আর এম ডি সেকসন, বেনী ইঞ্জিনীয়ারিং	৫১.০০
৫১৮	শ্রীপল্লী কমিটি	১০১.০০
৫১৯.	রবীন্দ্রকানন দুর্গাপূজা ও পল্লী কমিটি	১৫১.০০
৫২০.	শ্রীনির্মল রায়	১০০.০০
৫২১.	আনন্দগড় ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের নৈশ প্রতিরক্ষা বাহিনী	৫১.০০
৫২২.	বাসুদেবপুর পল্লীহিতসাধিনী হাইস্কুল	১০১.০০
৫২৩.	সুভাষ সংঘ ও কিরণ সংঘ	৫১.০০
৫২৪.	দেশপ্রিয় কো-অপারেটিভ স্টোরস্‌	৫০.০০
৫২৫.	পাঁজা ভিলা নাগরিক কমিটি	৭১.০০
৫২৬.	বাসুদেবপুর সংগঠনী	১০০.০০
৫২৭.	ভারতের ছাত্র ফেডারেশন (দেশপ্রিয় শাখা)	২৫.০০
৫২৮	সি পি আই (এম) টেক্সম্যাকো দেশপ্রিয় নগর	৫০১.০০
৫২৯.	ফণীভূষণ চক্রবর্তী, সবুজপল্লী	৫.০০
৫৩০	খেলাঘর	২৫.০০
৫৩১	বাসুদেবপুর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি	৫১.০০
৫৩২	মিলন পল্লী কমিটি	৫১.০০
৫৩৩.	দেশপ্রিয়নগর গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি	২৫.০০
৫৩৪	কদমতলা সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি	২১.০০
৫৩৫	সিদ্ধেশ্বরী বস্ত্রালয়	১১.০০
৫৩৬.	আনন্দগড় পূজা কমিটি	৫১.০০
৫৩৭	কিশোরপল্লী মন্দির কমিটি	২৫১.০০
৫৩৮	নেতাজী সংঘ	২১.০০
৫৩৯.	রবীন্দ্রলাল ধর	১১.০০
৫৪০	মিলন সমিতি, শ্রীপল্লী	৩১.০০
৫৪১	শক্তি পল্লী সমিতি	৩০.০০
৫৪২.	ছাত্র সংঘ	৩১.০০
৫৪৩.	নেতাজী শিশু উদ্যান	৫১.০০
৫৪৪.	আড়া ইঞ্জিনীয়ারিং	২১.০০
৫৪৫	মানব লোধ	১০.০০

– ক্রমশ



পাতুলিয়া শ্রমিক মঙ্গল কেন্দ্রে ব্যারাকপুর মহকুমা তথ্য দপ্তরের প্রদর্শনী দেখছেন রাজ্য যোজনা পর্ষদের সদস্য ডঃ অসীম দাশগুপ্ত



১৯ নভেম্বর ৮৬ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু পুলিশ বিজ্ঞান কংগ্রেস উদ্বোধন করছেন



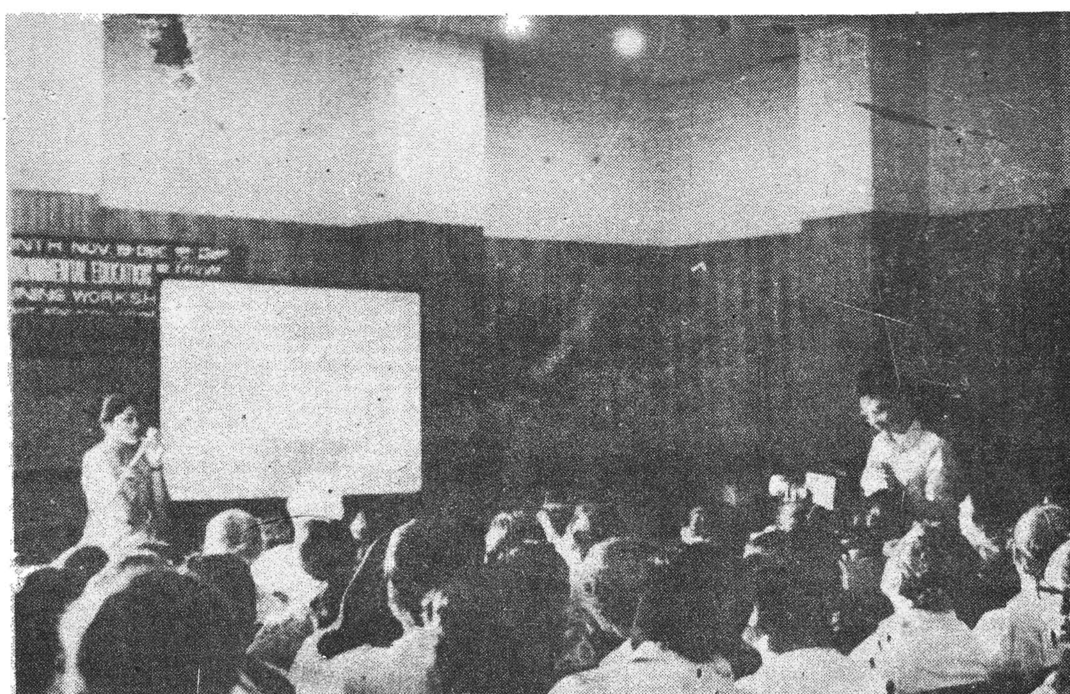
১৪ নভেম্বর'৮৬ গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে ট্রেড ইউনিয়ন ও পাট শিল্পের কর্মকর্তাদের সঙ্গে একসভায় মিলিত হন কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী ও রাজ্য শ্রমদপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রী শান্তি ঘটক।

ছবিঃ ফণী চক্রবর্তী



১৯ নভেম্বর ৮৬ গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল অধ্যাপক শ্রীনুরুল হাসান দেশব্যাপী বিদ্যালয় পরিবেশ শিক্ষা সম্পর্কিত ওয়ার্কশপের উদ্বোধন করছেন। মঞ্চে উপবিষ্ট রয়েছেন প্রাথমিক মন্ত্রী শ্রী কান্তি বিশ্বাস ও অন্যান্যরা

ছবিঃ ফণী চক্রবর্তী



১৯ নভেম্বর ৮৬ গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে অনুষ্ঠিত শিক্ষক শিক্ষণের পরিবেশ বিষয়ক আলোচনাচক্র

ছবিঃ ফণী চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রিসিশন লিথোগ্রাফার্স প্রাইভেট্ লিমিটেড, ৫/৩, গ্রীণ পার্ক, কলিকাতা ৭০০০১৯ হইতে মুদ্রিত